রাঁচি, সোমবার
21:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>305 >>03 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩০৫ >> << ০৩রা, ভাদ্র ১৪৩০>>

পাকিস্তানে ১০০ দিন ধরে আটক সাংবাদিকের অবস্থা প্রকাশের আহ্বান

লাহৌর ঃ জাতীয় ভাবে পরিচিত এক টেলিভিশন সাংবাদিকের অবস্থান অবিলম্বে প্রকাশ করতে পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম পর্যবেক্ষক সংস্থা। গত ১১ মে গ্রেফতারের পর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন তিনি। ইমরান রিয়াজ খানের ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার ৪০ লক্ষ। টুইটার, বর্তমানে এক্সএ তার প্রায় ৫০ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে। গ্রেপ্তারের ভয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় মধ্যাঞ্চলীয় পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট বিমানবন্দরে তাকে আটক করে পুলিশ। ইমরান রিয়াজ নামে পরিচিত এই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে সহিংসতায় প্ররোচিত করার অভিযোগ আনা হয়। এক্সের মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস বলেছে, শনিবার ইমরান রীয়াজ খানের নিখোঁজ হবার ১০০ তম দিন পার হয়েছে। ১১ মে গ্রেপ্তারের পর থেকে আর দেখা যায়নি তাকে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গোষ্ঠীটি উল্লেখ করে, গণমাধ্যমের ওপর বৃহত্তর দমনপীড়নের মধ্যেও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ রিয়াজকে আদালতে হাজির করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 64948.66 -202.36
NIFTY : 19310.15 -55.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .16 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .26 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

অন্যকে সহায়তা দিতে জীবনের ঝুঁকি নেন মানবিক কর্মীরা

বাগদাদ ঃ সংঘাত, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লাখ লাখ মানুষকে সাহায্য করার জন্য প্রতিদিন জীবন বাজি রেখে কাজ করছেন হাজার হাজার ত্রাণকর্মী। আর এমন এক সময়েই, ত্রানকর্মীদের ঝুঁকিকে স্মরণে রেখে এ বছর বিশ্ব মানবিক দিবস পালন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ বলছে, ২০ বছর আগের তুলনায় এখন ত্রাণ কর্মীরা অনেক বেশি বিপদের মধ্যে রয়েছেন। ২০ বছর আগে, ইরাকের বাগদাদের ক্যানাল হোটেলে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বোমা হামলা হয়। সেই ঘটনায় নিহত হন ২২ জন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন বিশেষ প্রতিনিধি সার্জিও ভিয়েরা ডি মেলো। ঐ ঘটনায় আহত হয়েছিলেন আরো ১৫০ জন। জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর (ওসিএইচএ) বলছে, এ বছর এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে চলা সংকটে ৬২ জন মানবিক কর্মী নিহত হয়েছেন। এ সংখ্যা ২০২২ সালের একই সময়ের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। এছাড়া, এ বছর আরো ৮৪ জন ত্রাণকর্মী আহত হয়েছেনঅপহৃত হয়েছেন ৩৪ জন। জেনেভায় ওসিএইচএ দপ্তরের প্রধান রমেশ রাজাসিংহম বলেন, এই পরিসংখ্যান ভয়াবহ। প্রতি বছর, সেই কালো দিবসে বাগদাদে নিহতদের সংখ্যার চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বেশি ত্রাণকর্মী দায়িত্ব পালনের সময় নিহত হচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন স্পষ্ট। সাহায্য কর্মীরা লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন না। অপরাধীদের অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। এই সব অপরাধের দায়মুক্তি আমাদের যৌথ বিবেকের ওপর এক ক্ষতচিহ্ন। ওসিএইচএ বলছে, ত্রাণকর্মীদের ওপর সবচেয়ে বেশি হামলা হয়েছে দক্ষিণ সুদানে। এর পর রয়েছে সুদান। এছাড়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, মালি, সোমালিয়া এবং ইউক্রেনেও ত্রাণকর্মী হতাহতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। ২০ বছর আগে ২০০৩ সালের ১৯ আগস্ট ইরাকে ত্রাণ কর্মীদের ওপর হামলার স্মরণে বিশ্ব মানবিক দিবস পালন করা শুরু হয়। । মানবিক সেবায় প্রাণ হারানো ত্রাণ কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার জেনেভায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন, জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, কূটনীতিক ও সাধারণ মানুষসহ জীবিত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যরা।

ইউক্রেনে রাতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি শনিবার সুইডেন সফর করবেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, রাজা ষোড়শ কার্ল গুস্তাফ এবং রানী সিলভিয়ার সঙ্গে বৈঠক করবেন।
ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর এটাই তার প্রথম সুইডেন সফর।
রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অস্ত্র ও অন্যান্য সমর্থন দিয়ে ইউক্রেনকে সমর্থন করতে সুইডেন তার দীর্ঘদিনের সামরিক জোটনিরপেক্ষ নীতিতে পরিবর্তন এনেছে। সম্প্রতি সুইডেন নেটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছে এবং জোটে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ।
শনিবার ক্রেমলিন জানিয়েছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের সদর দপ্তর রোস্তোভ অন ডন পরিদর্শন করেছেন। রুশ সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভের কাছ থেকে রুশ নেতা এই অভিযান সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত পেয়েছেন বলে জানা গেছে। ভ্যালেরি ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের তদারকি করছেন।
ইউক্রেনের বিমান বাহিনী শনিবার

জানিয়েছে, ইউক্রেনে রাতভর ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এর মধ্যে ১৭টি চালকবিহীন যানবাহন ইউক্রেনের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছে।
ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানায়, তারা ইরানের তৈরি ১৭টি শাহেদ ড্রোনের মধ্যে ১৫টি ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছে। বাকি দুটির কোন তথ্য নেই তাদের কাছে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র , মিত্র ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসকে ইউক্রেনে এফ১৬ যুদ্ধবিমান পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ইউক্রেন।
ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকভ শুক্রবার এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে দুর্দান্ত খবর বলে অভিহিত করেছেন।
যদিও জেটগুলো কখন তারা হাতে পাবে সেটা তাৎক্ষণিক ভাবে জানা যায়নি। তাছাড়া এগুলো চালানোর জন্য পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মতে, যুদ্ধবিমানের শীঘ্রই যুদ্ধের গতিপথকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নেই।
বিমান বাহিনীর জেনারেল জেমস হেকার শুক্রবার ডিফেন্স রাইটার্স গ্রুপের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে সংবাদদাতাদের কাছে , ইউক্রেন বা রাশিয়ার পক্ষে আকাশে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন।

ক্যাম্প ডেভিড বৈঠকে দক্ষিণ চীন সাগরে বেইজিংয়ের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন নেতারা

ক্যাম্প ডেভিড ঃ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতারা যুক্তরাষ্টের প্রেসিডেন্টের অবকাশ যাপন কেন্দ্র ক্যাম্প ডেভিডে শুক্রবার তাদের শীর্ষসম্মেলন শেষ করেছেন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে তারা একটি ত্রিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে দৃঢ়তর করেছেন।এই অংশীদারিত্বে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয় যে, চীন ও উত্তর কোরিয়ার মত শক্তির কাছ থেকে আসা যে কোনো আঞ্চলিক সংকট ত্রিপক্ষীয়ভাবে মোকাবেলা করা হবে।শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী উপলক্ষে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়োল ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে সঙ্গে করে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, যেকোন উৎস থেকে আসা আমাদের যে কোন দেশের উপর হুমকির জবাব দেয়ার জন্য আমরা সকলে পরস্পরের সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চীনের নাম উল্লেখ না করে বাইডেন বলেন, নেতারা তাইওয়ান প্রণালীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং অর্থনৈতিক জবরদস্তি মোকাবেলায় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য বেইজিং 'কে এই ধরণের আচরণের জন্য ওয়াশিংটন অভিযুক্ত করে আসছে। কিশিদা বলেন, আইনের শাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত ও অবাধ নীতিমালা সংকটাপন্ন। তিনি এর জন্য ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন, উত্তর কোরিয়ার অব্যাহত পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র হুমকি এবং পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের একতরফা প্রচেষ্টাকে দায়ী করেন। নেতাদের যৌথ বিবৃতিতে দক্ষিণ চীন সাগরে বেইজিংয়ের অবৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে বিপজ্জনক এবং আগ্রাসী আচরণ বলে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়। তবে, আগের শীর্ষ সম্মেলনের ভাষার মতো নয়, যখন কেউ সরাসরি চীনের নাম উল্লেখ করতো না, এবার নেতাদের যৌথ বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বেইজিং 'এর নাম উল্লেখ করা হয়। চীন প্রায় সমগ্র দক্ষিণ চীন সাগরে তাদের সার্বভৌমত্ব দাবি করে। আর এর মধ্য দিয়ে অন্যান্য দাবিদার ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান এবং ভিয়েতনামের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। এদিকে, ২০১৬ সালে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল চীনের দাবির কোনো আইনি ভিত্তি নেই বলে রায় দিয়েছে।

নারীশক্তি দিনের বেলায় যে বিপ্লবীরা শ্মশানে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন তাদের জন্য হতদরিদ্র মায়ের রান্নাঘর থেকে ঠিক পৌঁছে যেত খাবার

স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সাধারণ মেয়েরা অসামান্যা হয়ে উঠেছিলেন

কলকাতা (সৃজনী দাশমুন্সী) ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে পুরুষদের কথা যেভাবে আলোচিত হয় সেই তুলনায় নারীশক্তির কথা বরাবরই কম আলোচিত হয়েছে। মনে পড়ে কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতার সেই বিখ্যাত উক্তি বিশ্বে যা কিছু মহান্ সৃষ্টি চির কল্যাণকর,অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।...জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্। স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও কখনও অন্তরালে থেকে কখনও আবার প্রকাশ্যে এসে লড়াই করেছেন এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে লেখক ও গবেষক শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত জানিয়েছেন - ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা অপরিসীম যদিও তার মূল্যায়ন খুবই কম হয়েছে। আইকনিক ফিগার ছাড়া খুব কমজনের কথাই আমারা ইতিহাসে পাই। স্বাধীনতার নানা ধারা ছিল যেমন গান্ধীবাদী ধারা, সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা, চল্লিশের দশকের বামপন্থী ধারা। এই নানা ধারায় অংশগ্রহণকারী মেয়েরা ছিলেন। আসলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে নারীরা ছিলেন নিয়ম-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। সামাজিক অবস্থানের কারণেই ঘর থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পিছিয়ে থাকেননি। শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত সংযোজন করেন মেয়েরা জেলায় জেলায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মিটিং মিছিলের মধ্যে নিজেদের সবটুকু দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার যুদ্ধে। সশস্ত্র বিপ্লবের ধারাতে মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদর, কল্পনা দত্ত - এনাদের কথা জানলেও অনালোচিত থেকেছেন আরও অনেক অনেক মেয়েরা যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পারিবারিক ও পুলিশি হেনস্থার স্বীকার হয়েও স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেক সময়ে ইতিহাসে তাদের কথা যত না আলোচিত তার থেকে আত্মজীবনী ও সাহিত্যে তাদের কথা বেশি পাওয়া যায়।

শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী
অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম দুই মহিলা সংগ্রামী হলেন শান্তি ঘোষ (১৯১৬) ও সুনীতি চৌধুরী (১৯১৭)। দুজনেই কুমিল্লার ফৈজন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ১৯৩০ সালে কুমিল্লার আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের লাঠিচার্জ দেখে তাদের কিশোরী মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তারা ঐ বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবেন বলে লাঠি ও ছোরা চালানো শিখেছিলেন, গ্রাম থেকে বারো মাইল দূরে ময়নামতি পাহাড়ে গিয়ে বন্দুক চালানো শিখেছিলেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যর কাছে। যে সময়ে এবং বয়সে দাঁড়িয়ে তারা এগুলি শিখছেন, তখনকার দিনে সেই ১৪১৫ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত। অথচ তাদের মনে তখন তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষ ও দেশ মুক্তির আগুন জ্বলছে। ১৯৩১-এ কুমিল্লায় ছাত্র কনফারেন্স হলে তারা ৫০৬০ জন ছাত্রী নিয়ে তৈরি করেন 'ছাত্রী সংঘ'। ব্রিটিশ সরকারকে জব্দ করতে ১৯৩১-এর ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে তার বাংলোতে গিয়ে সামনে থেকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। সুনীতির দুটো গুলি স্টিভেন্স-এর বুকে লেগেছিল। এটি ছিল সশস্ত্র সংগ্রামে মহিলাদের প্রথম পদক্ষেপ। ধরা পড়ে যাওয়ার পর অশ্রাব্য গালিগালাজ আর প্রচন্ড মার জুটেছিল তাদের কপালে। অবশেষে ১৯৩২-এর ২৭ জানুয়ারি যখন তারা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ফাঁসির মঞ্চে যাবার জন্য, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী হওয়ার দরুন তাদের শাস্তি হয়েছিল যাবজ্জীবন জেল। এখানেও ইংরেজদের বিভাজন নীতি কাজ করেছিল, শান্তিকে দ্বিতীয় শ্রেণির আর সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদি করা হয়েছিল। জেলে থাকাকালীন তাদের পরিবারের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হয়। কিন্তু শত অত্যাচার সহ্য করেও তাদের থেকে কোনও গুপ্ত কথা জানতে পারেনি ব্রিটিশ সরকার। পরে গান্ধীজির আবেদনে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে তাদের মুক্তি হয়েছিল। মনের জোরে সুনীতি পড়াশোনা করেন, ডাক্তার হয়ে দরিদ্রদের সেবা করেছেন। শান্তি সাহিত্যচর্চা করতেন, 'অরণ্যবহ্নি' নামে জীবনকাহিনি লিখেছিলেন।

কল্যাণী দাস ও বীণা দাস
দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে বদ্ধপরিকর আদর্শবাদী বাবা শ্রী বেনীমাধব দাশের কাছ থেকে আদর্শের জন্য ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন দুই বোন কল্যাণী (১৯০৭) ও বীণা (১৯১১)। কল্যাণী দাস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াকালীন 'ছাত্রীসংঘ' গঠন করেন। তিনি ছিলেন এই সংঘের সম্পাদক। রাজনৈতিক দিক থেকে এই সংঘের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ধীরে ধীরে এখানে যোগ দেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, ইলা সেন, সুলতা কর, কমলা দাশগুপ্তর মত আন্দোলনকারীরা। এখানে মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রামী তৈরি করা হত। তাদের সাঁতার শিক্ষা, সাইকেল চড়া, ফার্স্ট এইড-এর শিক্ষা দেওয়া হত। সমাজের নানা বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে শিক্ষিত মেয়েরা এগিয়ে এসেছিলেন সেই সময়ে। যুগান্তর দলের কর্মী দীনেশ চন্দ্র মজুমদার তাদের লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা শেখাতেন। পরবর্তীতে এই কাজের জন্য তার ফাঁসি হয়েছিল। কল্যাণী আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। কখনও বেথুন কলেজের সামনে, কখনও আবার বড়বাজারের বিদেশী কাপড়ের দোকনের সামনে পিকেটিং করতেন। ততদিনে তিনি নারী সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছেন। পরে ১৯৩২-এ হাজরা পার্কে সভা করতে গিয়ে গ্রেফতার হন এবং বিচারে আট মাসের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে নতুন করে উদ্যোগী হলেন। যাবজ্জীবন দীপান্তর সাজা প্রাপ্ত বিপ্লবী দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে মহিলাদের সংগঠনকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত হয়ে আবারও তিন মাসের জন্য বোম্বে জেলে যান। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় এসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শেষ জীবনে জীবন অধ্যায় নামে আত্মজীবনী লিখেছিলেন এবং সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।
ছোট থেকেই বাবা, মা ও দিদির মত বীণাও পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করতেন। ধীরে ধীরে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ নাম হয়ে উঠলেন। তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী বীণা দাস, ১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সেনেট হলে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে বীণা গুলি করেছিলেন তার মাথা লক্ষ করে। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল গুলি, কর্নেল সুরাবর্দি বীণার গলা টিপে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। স্ট্যানলি একটুর জন্য বেঁচে গেলেও ব্রিটিশ সরকারের কপালে ভাঁজ পড়েছিল বীণার এই দুঃসাহসী পদক্ষেপে। শত অত্যাচার সত্ত্বেও পুলিশ, সংগঠনের কোনও খবর বার করতে পারেনি তার মুখ থেকে। একদিনের বিচারে তার ৯ বছরের জেল হয়। জেলেই তার সঙ্গে আলাপ হয় শান্তি ও সুনীতির। গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় সাতবছর জেলে কাটিয়ে অবশেষে ১৯৩৯ সালে বেরিয়ে আসেন তিনি। নোয়াখালি দাঙ্গার পর সেখানে পীড়িত মানুষের সেবা করতে ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন।

অসামান্যা হয়ে উঠলেন যারা
অন্যদিকে কোনও অস্ত্র না ধরেও যে কত বড় আত্মত্যাগ করা যায় তা বুঝেছিলেন সুশীলা মিত্র (১৮৯৩)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পলাতক বিপ্লবীদের নিয়মিত আশ্রয় দিতেন তিনি। দিনের বেলায় যে বিপ্লবীরা শ্মশানে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন তাদের জন্য হতদরিদ্র মায়ের রান্নাঘর থেকে ঠিক পৌঁছে যেত খাবার। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে তিনি দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন নোয়াখালির মহিলাদের উন্নতির জন্য 'নোয়াখালি সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি'। ১৯৩২-এর ২৬ জানুয়ারি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেফতার হন। সেইসময়ে তার বাড়িতে আড়াই মাস, তিন বছর ও পাঁচ বছরের তিনটি সন্তান। তবু তিনি বন্ডে সই করে মুক্তি পেতে আস্বীকার করে বলেছিলেন দেশের হাজার সন্তানের সঙ্গে আমার সন্তানরাও যদি বলি যায় তবে আমি গৌরব বোধ করব, চোখের জল ফেলব না। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েশ্রী অরবিন্দ ঘোষের ভাইঝি ছিলেন লতিকা ঘোষ (১৯০২) । কলকাতার লরেটো স্কুলের ছাত্রী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বি.লিট রিসার্চ ডিগ্রিধারী ছাত্রী লতিকা জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্য বেথুন কলেজে অধ্যাপনার চাকরির সুযোগ পাননি। এরপর আরও জোরকদমে শুরু হয় গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে যোগ দিয়ে দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জুনিয়র নার্সিং ও ধাত্রী কাজের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন। সেখানে ডাক্তাররা এসে ক্লাস নিতেন। কিন্তু গোপনে শেখাতেন দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার মন্ত্র, আর তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৮-এর সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য ওয়েলংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের সভায় তার নেতৃত্বে মহিলাদের উপস্থিতি ও শপথ গ্রহণে। মহিলাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে তার অবদান অনস্বীকার্য।
এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম আসবেই, তিনি হলেন ননীবালা দেবী (১৮৮৮), প্রথম মহিলা রাজবন্দী। ১৯১৫ সালে কার্যত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গোপন তথ্য নিয়ে আসার জন্য আলিপুর জেলে বন্দি বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দেখা করেন তার স্ত্রীর পরিচয়ে। সেই সময়ে বিধবা মহিলা হিসেবে তার এই সাহসী পদক্ষেপ ছিল কল্পনাতীত। বিভিন্ন সময়ে পলাতক বিপ্লবীদের তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তিনি পালিয়ে গেলেও তাকে পরে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বেনারসের জেলে পাঠানো হয়। জেলে অমানবিক ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা সত্ত্বেও বিপ্লবী সংগঠনের কোনও গুপ্ত খবর তার থেকে বের করতে পারেনি পুলিশ।
দুকরিবালা দেবী (১৮৮৭) ছিলেন বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের মাসি। বিপ্লবীদের প্রায়শই তিনি বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। রডা কোম্পানি থেকে চুরি হওয়া পিস্তলের কিছু সংখ্যক পিস্তল তার সম্মতিতেই নিবারণ রেখে যান তার কাছে। পরে পুলিশ খবর পেয়ে হানা দিয়ে কিছু পিস্তল উদ্ধার করে এবং দুকরিবালা দেবী গ্রেপ্তার হন। জেলে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদি করে রাখার সঙ্গে সঙ্গে যৌন নির্যাতন, চোখে পিন ফুটিয়ে দেওয়ার মতো অমানবিক অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়।
এছাড়াও ছিলেন নেলী সেনগুপ্তা, লাবন্যপ্রভা দত্ত, প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, ইলা সেন, ইন্দুমতী গুহ ঠাকুরতা, সুচেতা কৃপালানি, আভা মজুমদার, করুণা ঘোষ, রাজিয়া খাতুন, নিরুপমা দেবী প্রমুখ।ইতিহাসের পাতায় অনেকের নাম থাকলেও অনেকের নাম তলিয়ে গেছে অবহেলায়। অথচ ভারতকে স্বাধীন করার জন্য এই মানুষগুলি জীবনের বাজি রেখেছিলেন। তাদের আত্মত্যাগে একটি দেশ শুধু স্বাধীনতাই পায়নি, সেই দেশের জনজাতি, পরবর্তী প্রজন্মও পেয়েছে লড়াইয়ের মন্ত্র।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আঞ্চলিক সমিতির সভা রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হল

সন্দীপ মুখার্জী

রাঁচি: নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, আঞ্চলিক সমিতির (বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িসা) সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার রাঁচির দুর্গাবাটিস্থিত সভাঘরে, রাঁচি শাখার উদ্যোগে। ঘাটশিলা, চাইবাসা, রাউরকেলা, জামশেদপুর, হাজারিবাগ, টাটানগর, কোডারমা শাখার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আঞ্চলিক সমিতির সহসভাপতি তথা কেন্দ্রীয় পরীক্ষা পরিষদের সচিব ড. সিপ্রা ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক সমিতির সচিব আশীষ গুপ্ত সভা পরিচালনা করেন। প্রত্যেক শাখার নিজস্ব কর্মকাণ্ডের বিবৃতির মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয় ওঠে বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ইতিবৃত্ত। স্থির হয়, আঞ্চলিক সমিতির আগামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন হাজারিবাগ শাখার ব্যবস্থাপনায় ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি গৌতম ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় মুখপত্র সম্মেলনীর সম্পাদক বিপুল গুপ্ত এবং আঞ্চলিক সমিতির সহসভাপতি ঝর্ণা কর ও তারাশঙ্কর দত্ত, উপদেষ্টা ভূদেব মুখার্জি, পৃষ্ঠপোষক দিলীপ ভুঁই, প্রশাসনিক সচিব সন্দীপ মুখার্জি, অর্থ সচিব তপন সেনশর্মা। রাঁচি শাখার শুভ্রা চ্যাটার্জী, রত্না ভট্টাচার্য, মুক্তি মনোসী প্রমুখ সদস্যার আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন আশীষ গুপ্ত। ঝর্ণা কর কর্তৃক ধন্যবাদজ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

জলপাইগুড়ির প্রতিবন্ধী শিশুরা 'স্বপ্ন তোরণ'এ আকর্ষণীয় রাখি তৈরি করছে

জলপাইগুড়ি ঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের হাতে তৈরি হচ্ছে আকর্ষণীয় রাখি। খড় সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে এই রাখিগুলো তৈরি করছেন স্বপ্ন তোরন নামে একটি সংস্থার সাতজন সদস্য। আর কিছুদিন পরই শুরু হবে রাখি বন্ধন উৎসব। উৎসবে মেতে উঠবে গোটা দেশের মানুষ। এর আগে দিনরাত রাখি তৈরিতে ব্যস্ত জলপাইগুড়ির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এই শিল্পীরা। কমলা মণ্ডল ও মহাদেব দত্ত সহ সাতজন মিলে কাজ করে রাখিগুলো তৈরি করছেন। এমনিতে সারা বছর ধরে ধূপকাঠি তৈরি, মাশরুম চাষ সহ বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের কাজ করেন এই শিল্পীরা। এবার সামান্য কিছু রোজগারের আশায় রাখি তৈরিতে মন দিয়েছেন তারা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি তাদের সুন্দর ডিজাইনের রাখি সকলেরই নজর কাড়বে বলে আশা। স্বপ্ন তোরনের সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, খড় সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এই রাখিগুলো দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। যারা তৈরি করছেন তাদের সকলেই শারীরিক প্রতিবন্ধী। জলপাইগুড়ি শহরের এমন সাতজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়ে মিলে তৈরি করছে কয়েক হাজার রাখি। অর্ডার অনুযায়ী জলপাইগুড়ির পাশাপাশি রাজস্থান, কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরে যাবে এই রাখিগুলো। দেবাশিস জানান, তাদের তৈরি এই রাখির মূল্য পাঁচ টাকা থেকে কুড়ি টাকা পর্যন্ত।

মেডিটেশনের মাধ্যমেও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার উন্নতি করা সম্ভব। এজন্য চাই প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিট মেডিটেশন

জলপাইগুড়ি ঃ স্ট্রেস ফ্রি পাসওয়ার্ড ফর স্টুডেন্ট লাইফ বিষয়ক একটি কর্মশালার মাধ্যমে এমনই বার্তা দিলেন রাজস্থানের মাউন্ট আবু থেকে আগত বিকে চিত্তরঞ্জন। জলপাইগুড়িতে আয়োজিত প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।জলপাইগুড়ি শহরের শিল্পসমিতিপাড়া সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেডিটেশনের মাধ্যমেও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার উন্নতি কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। রাজস্থানের মাউন্ট আবু থেকে আগত বি,কে চিত্তরঞ্জনের এই আলোচনামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন শতাধিক মানুষ। মেডিটেশনের মাধ্যমে পড়াশোনার উন্নতি কিভাবে সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করেন তিনি। এই আলোচনায় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা সহ সেন্টারের ভাইবোনেরা উপস্থিত ছিলেন। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া শিক্ষকরা ছাত্রদের মধ্যে মেডিটেশনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরবেন।

বাবাকে খুন করে আত্মঘাতী ছেলে

কোচবিহার ঃ মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি এলাকায় বাবা ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক অনুমান বাবাকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে ছেলে।স্থানীয় সূত্রে খবর মৃত বাবা এবং ছেলে কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের সুকটাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে টফসুল হোসেন(৫০) এবং তার ছেলে আবুবক্কর সিদ্দিক (২৬) এক মাস ধরে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়িতে রয়েছেন। শুক্রবার এলাকার বাসিন্দারা স্থানীয় একটি স্কুলের বারান্দায় প্রথমে একটি ঝুলন্তদেহ দেখতে পান। পরে বিদ্যালয়ের ভিতরে আর একটি দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বাবাকে খুন করে ছেলে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দিলে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির কারনে এই ঘটনা হতে পারে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেহাল হাটজনবাজার রাস্তা দুর্দশা সাধারণ মানুষের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ অন্ডাল - সাইথিয়া রেলপথের সিউড়ি স্টেশনের কাছে সিউড়ি - বোলপুর রাস্তার সিউড়ি হাটজনবাজার লেভেল ক্রসিংএ উড়ালপুল নির্মান হচ্ছে । সেইজন্য রাস্তা খানাখন্দে পরিনত হয়েছে দুর্দশা সাধারণ মানুষের । বৃষ্টি হলে তো পোয়া বাড়ো । গর্তে জল জমে পুকুরের আকার ধারণ করে । টোটোচালক টোটো মাল বলেন, প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে । সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় রাতেবেলায় আলো থাকে না । অনেকে না জেনে ঢুকে যায় । দোকানদার সুষমা বিবি বলেন, প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটে চরম আতঙ্কে আছি ।

বিজেপি বুথ সভাপতির বাড়ীতে হামলা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বনগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বামনীগ্রামের বিজেপি বুথ সভাপতি প্রশান্ত পালের বাড়িতে শনিবার উনিশে আগস্ট রাত ১০.৪০ সময় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী দলবল নিয়ে আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ । গোটা ঘটনার ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায় । বিজেপি বুথ সভাপতি প্রশান্ত পাল বলেন, শনিবার রাত ১০.৪০ সময় তৃণমূল বুথ সভাপতি অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বিকাশ চট্টরাজ,ভুবনেশ্বর পাল সহ চল্লিশজন তৃণমূল দুস্কৃতী বাইরে থেকে হামলা চালায় আমার বাড়ীতে । অশ্লীল গালিগালাজ করে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে । মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয় । সাইথিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রশান্ত পাল । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

জাতীয় বিজ্ঞান মনস্ক দিবস পালন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে বোলপুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় রবিবার সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে বিজ্ঞান মনস্ক দিবস পালন করা হয় । প্রথমে সংগঠনের পক্ষ থেকে পদযাত্রা করা হয় তারপর কুসংস্কার বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করা হয় । রাজ্য কমিটির সদস্য শিক্ষক শুভাশীষ গড়াই বলেন, ২০১৩ সালের কুড়ি আগস্ট খুন হন ডা নূরেন্দ্র দাভালকার । ২০১৮ সাল থেকে এই দিনে জাতীয় বিজ্ঞান মনস্ক দিবস পালন করে আসছি । তেল পোড়া জল পোড়া দেওয়ার নামে লুঠ করা চলছে । জ্যোতিষ শাস্ত্রকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অথচ সিলেবাস থেকে ডারউইনকে বাদ দেওয়া হয়েছে ।

স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামী বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামী বিরুদ্ধে। দিল্লি থেকে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়েছিল মৃতদেহ । খবর পেয়ে মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে অ্যাম্বুলেন্স আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় মৃত দেহ। অভিযোগ তুফানগঞ্জ এর নাটাবাড়ি জাকির চিলাখানা এলাকার বাসিন্দা মনসের আলী মন্ডল এবং হালিমা বিবির বিয়ে হয়েছিল প্রায় ১২ বছর আগে। কর্মসূত্রে তারা দিল্লিতে থাকতো। হালিমা বিবির পরিবার এর কাছে বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ করে খবর আসে হালিমা বিবির মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই হালিমা বিবির উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল মনসের আলী। মৃত্যুর পরেও মনসের আলী বা তার পরিবারের কেউ হালেমা বিবির পরিবারের কাউকে খবর দেয়নি। দিল্লি থেকে এক প্রতিবেশী ফোনে সমস্ত বিষয় জানায়।পরিবারকে না জানিয়েই দিল্লি থেকে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয় মৃতদেহ। আজ সকালে হালিমা বিবির পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর এলাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্স টিকে আটক করে কোচবিহারে নিয়ে আসে। এবং মৃত্যুর কারণ জানতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। পুলিশ মৃতদহটি ময়না তরুণদের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয়। হালিমা বিবির পরিবারের দাবি হালিমা বিবির শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। দিল্লিতে কোন চিকিৎসককে দেখানো হয়নি। নেওয়া হয়নি ডেথ সার্টিফিকেট। মৃতদেহ গোপনে নিয়ে এসে কবর দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তার স্বামী।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে টক টু মেয়র কর্মসূচি সারলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে টক টু মেয়র কর্মসূচি সারলেন মেয়র গৌতম দেব। শনিবার সকালে এই কর্মসূচিতে ফোন মারফত শহরবাসীর অভিযোগ শোনেন মেয়র।পানীয় জল সমস্যা সহ আরো নানা অভিযোগ ওঠে আসে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে টক টু মেয়র কর্মসূচি সারলেন মেয়র গৌতম দেব। শনিবার সকালে এই কর্মসূচিতে ফোন মারফত শহরবাসীর অভিযোগ শোনেন মেয়র।পানীয় জল সমস্যা সহ আরো নানা অভিযোগ ওঠে আসে

বিজেপির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে গ্রেফতার হওয়া ৬০ জনকে পেশ করা হলো আদালতে

কোচবিহার ঃ দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এর বিজেপির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর এবং গন্ডগোলের ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে ৬০ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ তাদের দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আজ সকাল থেকেই দিনহাটা মহকুমা আদালতের সামনে ভিড় করতে থাকে ওই গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা।আদালত চত্বরে উপস্থিত বেশ কয়েকজন মহিলার দাবি পুলিশ বিনা অপরাধে বেশ কয়েকজনকে বাড়ির ভেতর থেকে তুলে নিয়ে এসেছে।যারা গন্ডগোল করেছে তাদের ধরতে গিয়ে এলাকার বহু বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাড়ির সদস্যদেরও তুলে নিয়ে আসে পুলিশ।

শুরু হলো জেলা জুড়ে সরকারি স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ

মালদা ঃ শুরু হলো জেলা জুড়ে সরকারি স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ। জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগ এবং ইংরেজ বাজার পৌরসভার পরিচালনায় শুক্রবার দুপুরে মালদা বার্লো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় স্কুল ইউনিফর্ম। উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা, কাউন্সিলর ইনচার্জ নিবেদিতা কুন্ডু,ডি আই সেকেন্ডারি সুজিত সামন্ত, ডি আই প্রাইমারি সত্যজিৎ মন্ডল, বার্লো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা। শহীদ দিবসে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয় স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ অনুষ্ঠানের।
আগত অতিথিরা জানিয়েছেন, স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় বার্লো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। এরপর জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাদা ও নীল রঙের স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করা হবে। সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান তারা।

শিলিগুড়ির মিলন মোড়ে অবৈধ ফ্রেন্ডশিপ ক্লাবে হানা পুলিশের, গ্রেপ্তার ৮

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির মিলনমোড় এলাকায় অবৈধ ফ্রেন্ডশিপ ক্লাবে হানা দিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮ মহিলা। ধৃতদের শুক্রবার তোলা হলো শিলিগুড়ি আদালতে। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মিলনমোর এলাকাতে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে এই আট জন মহিলাকে গ্রেফতার করে প্রধান নগর থানার পুলিশ। জানা যায় কোন মারফত মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে টাকা লুটের চক্র চালাতো এই ফ্রেন্ডশিপ ক্লাব।

দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ভাঙচুর হয় পুলিশের গাড়ি। ঘটনায় ৬০ জনকে গ্রেফতার

কোচবিহার ঃ দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ভাঙচুর হয় পুলিশের গাড়ি। ঘটনায় ৬০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৫ টি আসন পায়। তৃণমূল পায় ৭ টি আসন। আজ বিজেপির পক্ষ থেকে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে বিজেপির মধ্যে শুরু হয় গোষ্ঠী কোন্দল। আমিও বিজেপি কর্মীরা বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য বাদল বর্মনকে প্রধান হিসেবে চাইলেও দলের পক্ষ থেকে প্রধান হিসেবে মানবেন্দ্রনাথ রায় এর নাম পাঠানো হয়। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ বাদল বর্মন সহ চারজন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক তার বাড়িতে আটকে রাখে। ১১ জন পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হয়। বিক্ষিপ্ত বিজেপি কর্মীরা দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে গিয়ে মানবেন্দ্র বর্মনকে প্রধান করায় পুলিশের বেরিকেট ভেঙ্গে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্ত্যক্ত হয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে। অভিযোগ একটি পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। স্থানীয় বিজেপি কর্মী জীবন বর্মন বলেন, মাতাল হাট গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ বোর্ড গঠন আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ক্যান্ডিডেট বাদল বর্মনকে নিশীথ প্রামাণিক তার বাড়িতে আটকে রেখেছে। বাদল বর্মনকে আমরা প্রধান হিসেবে চাই। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, স্থানীয় বিজেপি কর্মী এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে একটা উত্তেজনা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস উস্কানি দিয়ে একটি গন্ডগোল সৃষ্টি করে। বিজেপি কর্মী এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব আলোচনা বসেছে। খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানান, মাতালহাটে গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ১৪৪ ধারা জারি করা ছিল। বিজেপি কর্মীরা জোর করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ ৬০ জনকে গ্রেফতার করে।

এখন কার্শিয়াং পোস্ট অফিস থেকে ২৫ টাকায় জাতীয় পতাকা পাওয়া যাবে

শিলিগুড়ি ঃ ২৫ টাকা দিলেই মিলবে ভারতের জাতীয় পতাকা। গোটা দেশের পাশাপাশি পাহাড়েও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। জানা গিয়েছে হার ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সামনে রেখে প্রতিটি বাড়িতেই যাতে জাতীয় পতাকা লাগানো হয় স্বাধীনতা দিবসের দিন সেজন্য পোস্ট অফিস থেকেই জাতীয় পতাকা বিক্রি করা হচ্ছে। একইভাবে পাহাড়েও কার্শিয়াং পোস্ট অফিস থেকে মিলছে এই জাতীয় পতাকা। কার্শিয়াং পোস্ট অফিসের সাব পোস্টমাস্টার ভাস্কর রাই বলেন, ২৫ টাকা দিলেই ভারতের জাতীয় পতাকা সংগ্রহ করতে পারবে কার্শিয়াংবাসী

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ্যে

আলিপুরদুয়ার ঃ পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে নিয়ে তৃণমূলের ভেতরে গোষ্ঠীকোন্দল বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন শেষ প্রধান ও উপপ্রধান কে পছন্দ নয়।তাই ক্ষুদ্ধ তৃনমূল কর্মীরা গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে বসলেন।অফিসের ভেতরে আটকে জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যরা।কাউকে বের হতে না দিয়ে আন্দোলনে সামিল তৃনমূল কর্মীরা।শেষে দলের ব্লক সভাপতি আশ্বাস দিলেন আগামী ১৭ তারিখে ফের এটা নিয়ে বৈঠক হবে প্রয়োজনে পরিবর্তন হবে ।।তৃনমূল কর্মীদের এই আশ্বাস দেওয়ার পর সমস্ত জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য দের বের করার অনুমতি মেলে। কয়েক ঘণ্টা ভেতরে আটকে থাকার পর জয়ী সদস্য রা বাইরে বেরিয়ে আসেন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের চাপড়েরপাড় ২ গ্রামপঞ্চায়েতে।প্রচুর পুলিশ মোতায়েব ছিল।তবু তৃনমূল কর্মীদের বিক্ষোভ সামাল দিতে পারেনি পুলিশ।শেষপর্যন্ত আসতে হয় ব্লক সভাপতি কে। স্থানীয় তৃনমূল কর্মীরা সাফ জানান প্রধান উপপ্রধান করা হয়েছে এটা আমরা মানবোনা।এক জায়গা থেকে দুজন কে করা হয়েছে। এটার পেছনে রহস্য খুজে পেয়েছেন কর্মীরা।টানা চার ঘঃটার উপর গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের সামনে ধর্নায় সামিল হন তারা। যদিও ব্লক নেতারা তাদের বুঝিয়ে বললেও তারা মানেন নি।শেষ পর্যন্ত ব্লক সভাপতি কে বক্তব্য দিতে হয়েছে।ব্লক সভাপতি গন্ডোগোল এড়াতে ওদের আশ্বাস দিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের বাইরে বের করে আনেন। ব্লক সভাপতি লুইস কুজুরছর আশ্বাসে বিক্ষোভ অবস্থান উঠে গেলেও একবার অফিসিয়ালি বোর্ড গঠন হয়ে গেছে তা আবার কি করে পরিবর্তন হবে ।এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তৃনমূলের আরেকটি শিবির।

আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের পূর্ব কাঁঠাল বাড়িতে পঞ্চায়েত বোর্ড গড়ল বিজেপি

আলিপুরদুয়ারঃ নানান বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করল বিজেপি।২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও শাসক দলের চাপ ও প্রলোভনে জেতা পঞ্চায়েত সদস্যদের ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি। তাই সেবার হাতছাড়া হয় বোর্ড গঠন। কিন্তু এবার প্রথম থেকেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছিল বিজেপি। ফলে পঞ্চায়েত ভোট সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে আসে তারা। এ বছরও চাপ যে একেবারে ছিল না, তা বলা ভুল। কিন্তু সেই চাপ কে উপেক্ষা করেই শুক্রবার সেখানে বোর্ড গঠন করে বিজেপি। পূর্ব কাঁঠাল বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২৩ তার মধ্যে বিজেপি ১২টি, CPIM ৪ টি, তৃণমূল ৬টি তে ও নির্দল ১ টি তে জয় লাভ করেছে ।
পূর্ব কাঁঠাল বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছে সুপর্ণা বর্মন এবং উপপ্রধান হয়েছেন কমলেশ্বর বর্মন। প্রসঙ্গত, আলিপুরদুয়ার জেলার এক নং ব্লকের মোট ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত জ্রট্রাম র দখলে এসেছে,তার মধ্যে অন্য তম এই পূর্ব কাঁঠাল বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত । বোর্ড গঠনে উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রর bjp বিধায়ক দীপক বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

নাবালিকা পাচারের অভিযোগ,শিলিগুড়িতে গ্রেফতার হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী

শিলিগুড়ি ঃ নাবালিকা পাচারের অভিযোগ। শিলিগুড়িতে গ্রেফতার হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী। পাশাপাশি এই পাচারের অভিযোগে আরও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি থানা। চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই নাবালিকাকে দিল্লীতে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। শিলিগুড়ি জংশন জিআরপিতে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ও সাহেদা আনসারি নামে দুজনকে গ্রেফতার করে।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শুক্রবার দুই নাবালিকাকে এনজেপি থেকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় আরও তিন মহিলাকে। ধৃতদের নাম সুহানা আনসারি, জারিনা বেগম ও জয়গুন নিশা আনসারি। জয়গুন নিশা আনসারি এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে। সেই সিভিক ভলেন্টিয়ার শিলিগুড়ি কমিশনারেটে কর্মরত। ধৃতরা ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শনিবার ধৃত তিনজনকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

ময়নাগুড়ি ও সাপটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে শান্তিপূর্ণভাবে বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল

জলপাইগুড়ি ঃ শান্তি পূর্ণ ভাবেই বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এই বোর্ড গঠন করেন। ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ১১ টি আসন ছিল। তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৭টি ও বিজেপি ৪টি আসন। সেই হিসাবে আজ বোর্ড গঠন সম্পন্ন হয়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের নির্দেশে প্রধান হন নীলিমা রায় এবং উপ প্রধান নির্বাচিত হন সুনীল দে। বোর্ড গঠনের পরেই মিছিল বের হয় জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে।এছাড়াও একই ভাবে সাপটিবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শান্তি পূর্ণ ভাবে বোর্ড গঠন সম্পন্ন হয়। দলীয় ভাবে প্রধান নির্বাচন হন বিমলা রায়।

রাতের অন্ধকারে পরপর দুটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ফাঁসিদেওয়া বাজারে

শিলিগুড়ি রাতের অন্ধকারে পরপর দুটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ফাঁসিদেওয়া বাজারে। জানা যায় এদিন সকালে দোকান খুলতে এসেই দোকানদাররা দেখেন তাদের দোকানের তালা ভাঙ্গা অবস্থায়। এর পরেই ভিতরে ঢুকতেই দোকানের সমস্ত কিছু চুরি করে পালিয়ে যায় চোরের দল। পাশাপাশি দুটি পান দোকানের নগদ টাকাসহ কোল্ড্রিংস, গুটকা ,সিগারেট, এবং দোকানে রাখা বেশ কিছু মাছ চিপ চুরি করে পালিয়ে যায় চোরের দল। প্রশ্ন উঠছে ঢিল ছড়া দূরত্বই রয়েছে ফাঁসিদেওয়া পুলিশ স্টেশন এবং কিছুটা দূরেই রাতে বাজারে ডিউটি করেন সিভিক পুলিশরা। তবুও কি করে বাজারে চুরির ঘটনা ঘটলো বুঝতে পারছে না দোকানদাররা। চুরির ঘটনায় রীতিমতো বাজার এলাকায় আতঙ্কবোধ করছেন স্থানীয় আরো দোকানদাররা। ঘটনা লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের কাছে। ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসি দেওয়া থানার পুলিশ। তারাও বিভিন্ন দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গোপন সুত্রে অভিযান চালিয়ে গভীর রাতে ডাকাতির ছক ভেস্তে দিলো ফালাকাটা থানার পুলিশ

আলিপুরদুয়ার গোপন সুত্রে অভিযান চালিয়ে গভীর রাতে ডাকাতির ছক ভেস্তে দিলো ফালাকাটা থানার পুলিশ। পুলিশের কাছে খবর আসে যে ফালাকাটা কুঞ্জনগর রোডে চার যুবক ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ছক কষে জড়ো হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্রই পালিয়ে যায় এক যুবক। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কোচবিহারের ঘেকসাডাঙা থানা এলাকার তিন যুবক সুরজিত বর্মণ, জগন্নাথ বর্মণ ও দীপক বর্মণ নামের তিন দুস্কৃতি। পুলিশ ওই তিন ধৃতের কাছ থেকে দুটি খেলনা পিস্তল, ও গাড়ি আটকানোর পেরেকঠোকা পাটাতন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জার্মানির হয়ে কাজ করা আফগানদের নিয়তি

বার্লিন ঃ দুটো পথ খোলা ছিল । এক, তালেবান ধরার আগে দেশত্যাগ, দুই, দেশে ভয়াবহ পরিণতির অপেক্ষা। শুরুতে যারা আফগানিস্তান ছেড়েছিলেন তারা ভালো আছেন জার্মানিতে। তবে বড় একটা অংশ এখনো তালেবানের নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পাওয়ার অপেক্ষায়।

আফগানিস্তানে বিদেশি সৈন্য মোতায়েন শুরু হয় ২০০১ সালের টুইন টাওয়ার হামলার পরে। জার্মানিও সৈন্য পাঠায় তখন। কিন্তু ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক মিশন সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করার পরই আফগানিস্তানের দখল নিয়ে নেয় তালেবান। জার্মান সৈন্যদেরও ফিরিয়ে আনা হয় তাড়াতাড়ি। জার্মানির সেনাবাহিনী এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর হয়ে কাজ করা আফগানদের নিয়ে আসার উদ্যোগও শুরু হয় তখন। গত জুনে জার্মানির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ন্যান্সি ফেজারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ২০ হাজারের মতো আফগান নাগরিক জার্মানিতে এসেছেন। তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে উন্নয়ন সংস্থা এবং জার্মান সেনাবাহিনীতে কাজ শুরু করেছেন বলেও জানান তিনি।

কিন্তু যারা সময়, সুযোগের অভাবে এখনো আফগানিস্তান ছাড়তে পারেননি, তাদের কী হবে? ২০২১ সালে জার্মানির তখনকার চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল বলেছিলেন, ''আফগানদের, বিশেষ করে যে আফগানরা সেনাসদস্যদের সহায়তায় কাজ করেছেন, নানা সাহায্য সংস্থাকে সহায়তা করেছেন, যারা পুলিশ বাহিনীতে কাজ করেছেন, তাদের আফগানিস্তান ছেড়ে আসতে সহায়তা করার এ উদ্যোগ চলতে থাকবে। যেসব মানুষ নিরাপদ এবং স্বাধীন গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা বজায় থাকবে।''

ওলাফ শলৎসের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও তালেবানবিরোধী যুদ্ধে সহায়তাকারী অনেক আফগানকে জার্মানিতে নিয়ে আসার কাজ দ্রুত করা যায়নি। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে জার্মানির কৌশলগত ভুলের কথাও উঠে আসছে। বলা হচ্ছে, তালেবানবিরোধী আফগানরা প্রথমে পাকিস্তান, ইরান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানের মতো প্রতিবেশী বা কাছের দেশগুলোতে আশ্রয় নেবেন, সেখান থেকে পরে তাদের নিয়ে আসা হবে জার্মানির এই পরিকল্পনাই ছিল ভুল। কারণ, জার্মানি চাইলেও ওই প্রতিবেশী দেশগুলো আফগান শরণার্থীদের নিতে চায়নি।

জার্মানির যে আফগানদের দ্রুত, নিরাপদে নিয়ে আসার ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না তা কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (বিএমজেড)ও সম্প্রতি তা স্বীকার করেছে। মন্ত্রণালয়টি জানায়, পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির অভাবের কারণে এতদিনে কমপক্ষে ১৫ হাজার মানুষকে বিএমজেডএর উদ্যোগেই জার্মানিতে নিয়ে আসার কথা থাকলেও, আনা সম্ভব হয়েছে মাত্র ১১ হাজার ৬০০ জনকে।

বাকি ৩৪০০ জনের মধ্যে মাত্র ১৬০ জন প্রতিবেশী দেশে সাময়িক আশ্রয় পেয়েছেন।

এদিকে জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক জানিয়েছেন, আফগানিস্তানে এখনো থেকে যাওয়া আফগানদের সহায়তার নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে জার্মানি। তিনি জানান, এ সহায়তা পাবেন মূলত নারী বা ধর্ম কিংবা যৌনবৈচিত্র্যের কারণে নির্যাতন ও হুমকির মুখে পড়া আফগানরা।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অবশ্য এ উদ্যোগের সমালোচনা করেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাটি মনে করে, পাকিস্তান বা ইরান থেকে কেউ এ সহায়তা দাবি করতে পারবেন না এর অর্থ হলো কিছু মানুষকে ঝুঁকি নিয়ে আফগানিস্তানে থাকতে বাধ্য করা।

ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে যা করবেন

কলকাতা ঃ স্লিপ অ্যাপনিয়া ভয়াবহ একটি রোগ। এই রোগে অনেকেরই ভোগেন। যাদের এই সমস্যা হয় ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ তাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা হাসফাস করতে থাকেন। গবেষকরা বলছেন, ঘুমন্ত অবস্থায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই সমস্যা বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণ হতে পারে। সাধারণত জিহ্বায় বাড়তি চর্বি বা মোটা জিহ্বার কারণে এই সমস্যা হতে পারে। এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাটি করেছে ফিলাডেলফিয়ার পেরেলম্যান স্কুল অফ মেডিসিন। গবেষকরা বলছেন, স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগা ব্যক্তিরা ঘুমের মধ্যে জোরে নাক ডাকেন বেশি। তাদের নিঃশ্বাস অনেক উঁচু শব্দযুক্ত হতে পারে এবং অনেক সময় নিঃশ্বাস না নিতে পারার কারণে ঘুমের মধ্যে তাদের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। গবেষকরা বলছেন, স্থূলকায় ব্যক্তিদের মধ্যে বাড়তি চর্বিযুক্ত জিহ্বা বেশি পাওয়া যায়। গবেষকরা দেখেছেন, স্লিপ অ্যাপনিয়ার রোগীরা শরীরের ওজন কমালে জিহ্বা থেকেও চর্বি কমে যায়। ফলে এই রোগ কমে আসে। গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ফিলাডেলফিয়ার পেরেলম্যান স্কুল অফ মেডিসিন প্রতিষ্ঠানের ড. রিচার্ড শোয়াব। তিনি বলছেন, আমরা কথা বলি, খাবার খাই ও নিশ্বাস নেই। তার পরেও কী জিহ্বায় চর্বি জমে? তবে হতে পারে এটা জন্মগত অথবা পারিপার্শ্বিক কোন কারণে। তিনি বলেন, তবে জিহ্বায় চর্বি যত কম হবে, ঘুমের মধ্যে তাতে সমস্যা তৈরি করার সম্ভাবনা তত কম হবে। যাদের ওজন বেশি অথবা ঘাড় ও টনসিল বড় তারা এই সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ৬৭ জন স্থূলকায় লোকের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে, তারা শরীরের ওজন ১০ শতাংশ কমানোর পর তাদের স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণগুলো ৩০ শতাংশ কমে গেছে। গবেষক ড. রিচার্ড শোয়াব বলছেন, যেহেতু জিহ্বাতে থাকা বাড়তি চর্বি একটি ঝুঁকির কারণ এবং সেই চর্বি কমিয়ে আনলে স্লিপ অ্যাপনিয়া কমে আসে তাই এক্ষেত্রে আমরা একটি চিকিৎসা পদ্ধতিতে মনোনিবেশ করছি। তবে চিকিৎসকদের অনেকে এই গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন মত প্রকাশ করছেন। যেমন ব্রিটিশ লাঙ ফাউন্ডেশনের ড. নিক হপকিনস বলেছেন, ওজন কমানোর মাধ্যমে শ্বাসনালীর উপরের অংশ সরু হয়ে যাওয়া ঠেকানো যায়। স্লিপ অ্যপনিয়ার সাথে জড়িত প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই গবেষণা

কিছু তথ্য যোগ করেছে। কিন্তু জিহ্বার চর্বি কমানোর তেমন সুনিশ্চিত কোন পদ্ধতি নেই। তাই এই সমস্যায় যারা ভোগেন তাদের জন্য এখনি কোন কার্যকর সমাধান এই গবেষণায় নেই।

বার্লিনকে নতুন রূপ দিয়েছেন যে স্থপতি

বার্লিন। জার্মানির রাজধানী বার্লিনকে নতুন করে গড়ে তুলতে যে স্থপতি ভূমিকা রেখেছেন, তার নাম অনেকেই জানেন না। নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া এই স্থপতি অবশ্য নিজের জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয়দের মধ্যে একজন।

নিজের দেশ যুক্তরাজ্যে তেমন একটা কাজ না করলেও বিশ্বজুড়ে তার রয়েছে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান। ডেভিড চিপারফিল্ড নিঃসন্দেহে একজন সেলিব্রিটি স্থপতি। তরুণ খামারি থেকে তিনি পরিণত হয়েছেল শীর্ষ স্থপতিতে। এখন তিনি সারা বিশ্ব থেকে নানা কাজের প্রস্তাব পান, জিতেছেন অনেক পুরস্কারও। বিশ্বব্যাপী পাঁচটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তিনি।

কিন্তু ৬৯ বছর বয়সি এই স্থপতির সাফল্যের রাস্তাটি ছিল খানাখন্দে ভরা।চিপারফিল্ড পড়াশোনা করেছেন লন্ডনে। মার্গারেট থ্যাচারের শাসনামলের সময়টি ছিল রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতায় পূর্ণ। তার আদর্শ ছিল, স্থাপত্যবিদ্যাকেও হতে হবে দায়ীত্বশীল।

চিপারফিল্ড বলেন, ''স্থাপত্য অনেক কিছু নেয়। জমি নেয়, সম্পদ নেয়, শক্তি নেয়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কী দেয়? আপনি দেয়ার ভর্তি রক্তের দাগ রেখে একটা ভবন তৈরি করতে পারেন না। এবং তারপর সেই রক্ত মুছে বলতে পারেন না যে, এই রক্তের প্রয়োজন ছিল।''

বার্লিনের বিখ্যাত জাদুঘর দ্বীপে ২০০৯ সালে চিপারফিল্ড নয়েস মিউজিয়ামের যুগান্তকারী নতুন মডেল তৈরি করেন। সাহসিকতা এবং বিনয়, এই দুই কাজে লাগিয়ে বার্লিন দেয়ালের পতনের পর থেকে তিনি বার্লিনের চেহারাই বদলে চলেছেন।

তার সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল নয়েস মিউজিয়ামের রহস্যাবৃত চরিত্র বজায় রেখে নতুন চেহারা দেয়া। বার্লিনের বাইরের বাসিন্দা হিসাবে, তাকে শহর এবং এর ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করতে হয়েছিল। তিনি বলেন, ''বার্লিন সমসময়ই নিজেকে নতুন করে উদ্ভাবন করছে। আমি ইতিহাসের মৌলিক পরিবর্তনের সময়ের অংশ হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। শহরটি এই সময়ে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।''

২০১৯ সালে তার কাজ আবার সবার নজর কাড়ে। জেমসসিমোনগ্যালারি জাদুঘর দ্বীপের পোর্টাল এবং একীভূত করার উপাদান। শুরুতে মিনিমালিস্টিক এই স্থাপত্য বিতর্ক তৈরি করলেও, পরে প্রশংসা কুড়িয়েছে। চিপারফিল্ড এবং বার্লিন এখন একটি সাফল্যের গল্প। চিপারফিল্ডের মতে, ''আমার মনে হয়, আমরা একটা সংলাপ তৈরি করতে পেরেছি।''

২০২১ সালে তিনি বার্লিনে আরেকটি মাইলফলক তৈরি করেছেন। নিজের সৃজনশীলতার মেন্টর মিয়েস ফান ডের রোয়ের তৈরি নয়ে ন্যাশনাল গ্যালারি সংস্কারের দায়িত্ব পান চিপারফিল্ড। কিন্তু সংস্কার কাজ শুরুর পর ১৯৬০ এর দশকের এই স্থাপনায় কিছু বড় ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায়।

এই ঘটনা তার মনোভাবেও পরিবর্তন এনেছে বলে জানান চিপারফিল্ড। তিনি বলেন, ''নিজের পছন্দের নায়ককে অন্তর্বাস পরা অবস্থায় দেখলে তার প্রতি আপনার মনোভাব পালটে যেতে পারে। আমরা ন্যাশনাল গ্যালারিকে অন্তর্বাসে দেখেছি। এটা কোনো সুন্দর ব্যাপার নয়।''

চিপারফিল্ড বিশ্বব্যাপী সাফল্য অর্জন করেছেন, কিন্তু নিজের দেশ যুক্তরাজ্যে তিনি বছরের পর বছর ধরে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছেন। অবশেষে রয়্যাল একাডেমি অফ আর্টস এর বর্ধিতাংশ ডিজাইন করার পর তাকে নাইটহুড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও তার প্রতি সেখানে রয়েছে শীতল মনোভাব।

অবশ্য এ নিয়ে খুব একটা ভাবেন না এই স্থপতি। তিনি বলেন, ''সত্যি বলতে, আমি ইংল্যান্ডে তেমন কিছু করিনি। আমি নিজেকে পূর্ণ মনে করি এবং ব্রেক্সিটের মাধ্যমে সব কিছু বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে না। এটা আমাকে খুব কষ্ট দেয়। আমি আমার ভালোবাসা কিছুটা হলেও হারিয়ে ফেলেছি।''

চিপারফিল্ড জানেন তিনি কী চান। তার নিজস্ব নির্মাণ শৈলি তাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় স্থপতিতে পরিণত করেছে। ভবন নির্মাণ ও স্থাপত্যের ভবিষ্যত এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তিনি চিন্তিত। চিপারফিল্ড বলেন, ''স্থাপত্যে স্থায়িত্ব কীভাবে আনা যায় সে সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। আমরা শুধু একটি বিষয়ই জানি, কোনো ভবনকে ভেঙে না ফেললে অনেক শক্তি সাশ্রয় করা সম্ভব।''

তিনি আশা করেন, স্থাপত্য হয়ে উঠবে পরিবেশ বান্ধব। ডেভিড চিপারফিল্ড নিজের পানশালা চালান। গ্যালিসিয়ার তার প্রকল্পটি নিজের শিকড়ের কাছে ফিরে আসার মতো। মাটির একজন সন্তান হিসাবে যিনি স্থাপত্যকে নিঃশব্দে নিয়ে গেছেন নতুন উচ্চতায়।

বয়স ৩০ পেরোলে নারীর প্রজননক্ষমতা ৫০ শতাংশ কমে যায়

কলকাতা.ঃ সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্তটা নারী ও তার সঙ্গীর। তবে সময়মতো সন্তান না নিলে পরবর্তী সময়ে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শরীরে প্রতিদিন প্রায় ৩০ কোটি শুক্রাণু তৈরি হয়। একটি মেয়েশিশু জন্মের সময়ে নির্দিষ্টসংখ্যক ডিম্বাণুগুলো নিয়ে জন্মে। প্রতি মাসের মাসিক চক্রে একটি করে ডিম্বাণু পরিপক্ব হয়, এর সঙ্গে আরও কিছু ডিম্বাণু এই প্রক্রিয়ায় পরিপক্ব হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর সংখ্যা কমতে থাকে। জন্মের পর নারীদের শরীরে নতুন কোনো ডিম্বাণু তৈরি হয় না। তাই বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রজনন ক্ষমতা কমতে থাকে। একটি মেয়েশিশুর জন্মের সময় প্রথম দিকে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু পরিমাণ থাকে ১০ থেকে ২০ লাখ। ধীরে ধীরে সেই শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয় বা মাসিকের সময় হয়, তখন মেয়েদের ডিম্বাণুর পরিমাণ হয় ৪০ হাজার। মেয়েরা এখন নিজের ক্যারিয়ারের জন্য কিছুটা দেরিতে বিয়ে করছে। তবে প্রথম সন্তানটি ২৫ বছর বয়সের আগে নিলে ভালো। ৩০ বছর পেরিয়ে গেলে প্রজননক্ষমতা প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায়। ৩৫ বছর পর ডিম্বাণুর সংখ্যা কমে যায় বেশি।

যদি মায়ের বয়স বেশি হয়ে যায়

যদি প্রথম সন্তান জন্মদান করে ৩২এ পড়ে, তা হলে জন্মগত ত্রুটিযুক্ত এবং ডাউন সিনড্রোম বেশি হয়।

৩২ বছর বয়স থেকেই উর্বরতা কমতে শুরু করে। ৩৭ বছর বয়সে গিয়ে তা আরও কমতে শুরু করে।

বেশি বয়সে গর্ভধারণের কারণে উচ্চরক্তচাপ ও গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের মতো ঝুঁকি বাড়তে শুরু করে।

৪০ বছরের বেশি বয়স্কদের গর্ভপাতের ঝুঁকি বেশি থাকে। নানা ধরনের জটিলতা তখন তৈরি হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের বিশেষ যত্ন

কলকাতা ঃ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে শরীর ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় চিন্তাচেতনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে থাকে তারা। এটি মূলত কৈশোর ও যৌবনের একটা মধ্যবর্তী পর্যায়ে হয়ে থাকে। ১০১৩ বছরের মধ্যে যে কোনো সময় মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়। এ সময়ে নিজের জীবন পছন্দঅপছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এ সময় কিশোরীরা স্বাধীনভাবে কিছু ভাবতে শুরু করে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে। হরমোনের প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় শরীরে। কখনো রাগ করে কখনো আবার খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়, কখনো আবার খুব বেশি খায়, ঠাণ্ডা মেজাজে থাকে। ওই সময়টাতে বাবামায়ের বা অভিভাবককে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ তাদের আচারআচরণ অনেক ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। তাদের বিশ্বাসের জায়গাটা এ সময় সবার আগে অর্জন করতে হবে। তার পর বুঝিয়ে ধীরে ধীরে বলতে হবে। তাদের ওপর হাত তোলা কিংবা খারাপ আচরণ করা যাবে না। বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা বিকাশ হয়। তাই অবশ্যই কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয় পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, এটি যেমন স্কুলের দায়িত্ব, সেই রকম বাবামায়েরও দায়িত্ব। বয়ঃসন্ধিকালীন সবার আগে কিশোরীদের শেখাতে হবে কীভাবে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। কারণ হাইজিন মেইনটেইন না করলে মারাত্মক সংক্রমণ দেখা দেয় শরীরে। এছাড়া মাসিক চক্র ব্যবস্থাপনা সময় খুবই জরুরি বিষয়। কারণ মাসিকের সময় ন্যাপকিন প্যাড বা কাপড় ব্যবহার করে অবশ্যই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ওয়ান টাইম ব্যবহার করতে হয়। প্রতি ৬ ঘণ্টা পর পর পরিবর্তন করতে হয়। কাপড় ব্যবহার করলে অবশ্য ভালোমতো পরিষ্কার করে শুকনা কাপড় ব্যবহার করতে হবে। যদি ঠিকমতো এই ব্যবস্থাপনাগুলো না করা হয়, তা হলে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ হতে পারে। এ সংক্রমণের ফলে মেয়েদের জরায়ু, ফেলোপিয়ান টিউব ব্লকসহ নানাবিধ জটিলতা তৈরি করে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই সময়ে বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার, সমৃদ্ধ খাবার ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হবে। কৈশোর বয়সটা শরীর গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় সুষম খাবার ও সঙ্গে এক্সারসাইজ এবং নিয়মমতো ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো দরকার।

চীন বেলারুশ সামরিক চুক্তি

বেলারুশ ঃ বেলারুশ সফরে গিয়ে দেশের প্রধান আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি শাংফু। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, পূর্ব ইউরোপের এই দেশটির সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক মজবুত করার জন্যই বেলারুশে গেছেন তিনি। এছাড়াও দুই দেশের মধ্যে সার্বিক সম্পর্কের উন্নতিও তার সফরের অন্যতম লক্ষ্য। তবে সামরিক ক্ষেত্রে কী কী চুক্তি হয়েছে দুই দেশের সে বিষয়ে কেউ কোনো মন্তব্য করেননি। বেলারুশের লুকাশেঙ্কো জানিয়েছেন, বেলারুশের প্রতিরক্ষার কথা মাথায় রেখেই চুক্তি হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। এর ফলে অন্যদেশের কোনো ক্ষতি হবে না। লুকাশেঙ্কো মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রতিরক্ষার বিষয়ে বেলারুশ সম্পূর্ণভাবে চীন এবং রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। এই দুই বন্ধুই বেলারুশের পাশে আছে।

এদিনের বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে আলাদা করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন লুকাশেঙ্কো। সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, শিকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন তিনি। শি তার অন্যতম বন্ধু। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গে বেলারুশ এবং চীনের দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে। তাইওয়ানে চীন যেভাবে সামরিক মহড়া করছে, অ্যামেরিকাসহ ইউরোপের দেশগুলি তার কঠোর নিন্দা করছে। একইসঙ্গে মানবাধিকার নিয়েও চীনকে বারংবার কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। সম্প্রতি অ্যামেরিকায় চীনের গুপ্তচরবৃত্তি নিয়েও রীতিমতো শোরগোল হয়েছে। অন্যদিকে বেলারুশ ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। রাশিয়াকে তারা সবরকম সাহায্য করছে। এই পরিস্থিতিতে বেলারুশের সঙ্গে চীনের সামরিক বৈঠক ভূরাজনীতির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

সম্পাদকীয়

তুরস্কে অবশেষে 'এরদোয়ানোমিকস' যুগ শেষ হচ্ছে কি?

অবশেষে স্রোত তুরস্কের দিকে ঘুরছে? প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তুরস্কে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা আরও প্রকট হবে। কিন্তু এ দফায় তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাসের মাথায় আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা মুডিস তুরস্কের ঋণমান বাড়িয়ে দিয়েছে। এবারের মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এরদোয়ান তুরস্কের অর্থনীতির দায়িত্ব দেন নতুন একদল অর্থনীতিবিদের ওপর। গত কয়েক বছরের আর্থিক নীতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রথাগত মুদ্রানীতি ফের চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করেন। তুরস্কের অর্থনীতিতে কিছু ইতিবাচক ফল এরই মধ্যে আসতে শুরু করেছে। ১৮ মাসের মধ্যে জুন মাসে প্রথম চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত বেড়েছে। এর মানে হলো, তুরস্কে যত অর্থ এসেছে, তার থেকে কম অর্থ তুরস্ক থেকে বের হয়েছে। এরই মধ্যে তুরস্কের শেয়ারবাজারে বিদেশি

বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হতে শুরু করেছেন। সুতরাং প্রশ্ন হলো, তুরস্কে কী ঘটতে চলেছে? মে মাসের নির্বাচনে জনমত জরিপের বিপরীতে এরদোয়ান যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি তাঁর মেয়াদ প্রায় ২০ বছর পার করেছেন। স্বাস্থ্যের অবনতি ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে এবারের পাঁচ বছরই তাঁর শেষ মেয়াদ হতে পারে। যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এরদোয়ান নিজেই তৈরি করেছেন, সেটিই এখন তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরদোয়ানের অর্থনৈতিক নীতি বা 'এরদোয়ানোমিকস' দুটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হলো, অরক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি। এতে মূল্যস্ফীতি শুধু উসকে দিয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, জোর করে সুদহার যতটা সম্ভব নিচুতে ধরে রাখা। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এখন ভিন্ন পথ নিয়েছেন। নতুন অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন সাবেক ব্যাংকার মেহমেত সিমসেককে। ২০০৭-২০১৮ সাল পর্যন্ত তুরস্কের অর্থনীতির সংযমী ব্যবস্থাপনার জন্য সিমসেক সুনাম অর্জন করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই ইঙ্গিত মিলেছিল যে তুরস্ক যৌক্তিক অর্থনৈতিক নীতিতে ফিরতে চলেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের মধ্যে যাঁরা এরদোয়ানের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে সম্মত হননি, তাঁদের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল নাসি আগবালের অপসারণ। দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র চার মাসের মাথায় তাঁকে গভর্নরের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে গভর্নর হন সাহাপ কাভসিওগলু। তুরস্কের ক্ষমতাসীন দলের সাবেক সংসদ সদস্য সাহাপ কাভসিওগলু এরদোয়ানপন্থী সংবাদপত্রে এরদোয়ানোমিকস নিয়ে কলাম লিখতে শুরু করেন। তুরস্কে যখন মূল্যস্ফীতি ২০ শতাংশের কাছাকাছি, সে সময় তিনি আগ্রাসীভাবে সুদহার কমান। সরকারি হিসাবেই তুরস্কে মূল্যস্ফীতি ৮০ শতাংশের ওপরে ওঠে এবং দেশটির মুদ্রা লিরার মান কমে তলানিতে পৌঁছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ থেকে বিপুল পরিমাণ ডলার বিক্রি করে লিরার মান ধরে রাখতে চেষ্টা করা হয়। এতে এ বছরের জানুয়ারি মাসে চলতি হিসাবের ঘাটতি রেকর্ড পরিমাণে পৌঁছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ভূমিকম্প হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও শোচনীয় অবস্থায় পৌছে। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এখন ভিন্ন পথ নিয়েছেন। নতুন অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন সাবেক ব্যাংকার মেহমেত সিমসেককে। ২০০৭-২০১৮ সাল পর্যন্ত তুরস্কের অর্থনীতির সংযমী ব্যবস্থাপনার জন্য সিমসেক সুনাম অর্জন করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই ইঙ্গিত মিলেছিল যে তুরস্ক যৌক্তিক অর্থনৈতিক নীতিতে ফিরতে চলেছে।

জানা অজানা

হাত ঘষাঘষি না করে আসুন 'মশা মারা কেরানি' হয়ে যাই

রোনাল্ড রস মারা যাওয়ার অল্প কিছুদিন আগে দুঃখ করে লিখেছিলেন, ম্যালেরিয়ার কারণ বের করার জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তাতে তিনি বিরাট খুশি। তাঁর জীবদ্দশাতেই অনেক মেডেল ও সম্মান তিনি পেয়েছেন, তাতেও তাঁর আনন্দের শেষ নেই। তাঁর একটাই দুঃখ, মশা তাড়ানোর জন্য তিনি যা যা করতে বলেছিলেন, কেউ তার কিছুই করেনি। ম্যালেরিয়ার মুল্লুকখ্যাত তৎকালীন ভারতবর্ষে জন্ম নেওয়া রোনাল্ড রসের কথামতো কিছু করা হয়নি বলেই এখনো আগরতলা থেকে খাটের তলাসবখানে মশা আছে। সে কারণেই মশার বিনাশ নেই। সে মৃণ্ময়। সে চিন্ময়। সে অজর, অমর, অক্ষয়। সে অব্যয়! সে মানব, দানব, দেবতার ভয়।

আজ থেকে ঠিক ১২৬ বছর আগে, অর্থাৎ কিনা ১৮৯৭ সালের ২০ আগস্ট অ্যানোফিলিস মশাবাহিত ম্যালেরিয়া রোগের কারণ বের করেছিলেন রোনাল্ড রস। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচার কায়দা বের করার আনন্দে সেই থেকে এই দিনকে বিশ্ব মশা দিবস হিসেবে 'উদ্‌যাপন' করা হচ্ছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমার আনন্দে হাততালি দেওয়া আর ডেঙ্গুর আতঙ্কে হাততালির কায়দায় মশা মারার মধ্য দিয়ে আমরা এবারের বিশ্ব মশা দিবস উদ্‌যাপন করছি। এর আগে চিকুনগুনিয়ার কারণে রাজধানীবাসীর শরীরের প্রতিটি জয়েন্টের প্রতিটি পয়েন্টে 'অনেক জমানো ব্যথাবেদনা' চিক্কুর পেড়েছে এবার ধরেছে ডেঙ্গু। এর মধ্যেই মহান মশা দিবসে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন ডেঙ্গু ছড়ানো মশা সামলাতেই খাবি খাচ্ছে। ২০১৭ সালে ডিএসসিসির সেই সময়কার মেয়র সাঈদ খোকন ঢাকা দক্ষিণের সাড়ে চার শ কিলোমিটার নর্দমায় গাপ্পি মাছের পোনা ছাড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল, গাপ্পি মাছ নর্দমা থেকে মশার লার্ভা খেয়ে ফেলবে, তাতে আর মশা হবে না। মশা থাকবে না, তাতে চিকুনগুনিয়াও থাকবে না। তাঁর কথা শুনে নানাজনে হাসাহাসি করেছিল। শেষতক তিনি গাপ্পি প্রকল্প বাদ দিয়েছিলেন। এখন চলছে ডেঙ্গু। হাসপাতালে 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' অবস্থা। পটাপট মানুষ মরছে। বছর দুয়েক আগে এডিসের বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে উন্নয়নের যোগ থাকার তত্ত্ব হাজির করেছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য। তিনি একটি সেমিনারে বলেছিলেন, 'ডেঙ্গু এলিট শ্রেণির একটি মশা। এ মশা সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, কলকাতা শহরে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশ হতে যাচ্ছে। তাই এখন দেশে ডেঙ্গু এসেছে।'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই এর অভিযোগের পাল্টা জবাব মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

পুনর্গঠনের মাধ্যমে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র বদরুদ্দিন আজমলের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করে কেবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা থেকে ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করা অনুসারে

সব্যসাচী শর্মা
প্রাবন্ধিক

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হওয়া পুনর্গঠনের মাধ্যমে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র বদরুদ্দিন আজমলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বের উপর তার আস্থা নেই। এমনকি হিন্দুর স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের উপর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই এর যাবতীয় অভিযোগের জবাব দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এবার সরব হয়ে উঠেছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী।

এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ে শনিবার নিজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন প্রথম বিষয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাইকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করেন। কারণ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাকে জীবনে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ফলে তার প্রতি তিনি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবেন। রাজেন গোহাই বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এটা প্রত্যেকেই জানেন যে ভারতের নির্বাচন কমিশন এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে। এক্ষেত্রে কোনো সরকার বা ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই। রাজেন গোহাই একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, চারবারের সাংসদ ফলে তিনি কিসের ভিত্তিতে এই কথা বললেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন এই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অভিযোগ অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুনর্গঠনে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে সেটা রাজেন গোহাই স্বয়ং বলতে পারবেন। এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। তবে সাধারণ মানুষ হিসেবে এটা প্রত্যেকেই জানেন যে এই প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশনের অধীনে সম্পন্ন হয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন রাজেন গোহাই দাবি কর অনুযায়ী যদি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী অসমের জাতীয় মহানায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিত। এর কারণ এর পুনর্গঠনের মাধ্যমে রাজ্যে ভূমিপুত্র, ভারতীয় মূল কিংবা হিন্দুর জন্য আসনের সংখ্যা ১০৪ টি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে বদরুদ্দিন আজমল কিংবা শেরমান আলী কিংবা মুসলমান নেতারা বলছেন এই পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি শেরমান আলী এটাও বলছেন যে মুসলমানদের আর রাজনীতি করে লাভ নেই। কারণ তাদের আসন্ন সংখ্যা কমিয়ে ২২ টা পর্যন্ত আনা হয়েছে। ফলে মুসলমান ব্যক্তিরা বর্তমান রাজনীতি ত্যাগ করে অধ্যয়ন করা উচিত কিংবা ব্যবসায়ে জড়িত হওয়া উচিত বলে শেরমান আলী মন্তব্য করেছেন। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ পাও অনুসারে হিন্দুদের জন্য আসনের সংখ্যা ১০৪ টি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই এর মতে এই কাজটি যদি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পরেছেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রী অসমের

জাতীয় নায়ক হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন বসুন্ধরা প্রকল্পের কাজ বর্তমান অব্যাহত রয়েছে। যে সময়ে এর ফলাফল প্রকাশ পাবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাই এই বিষয় নিয়ে হিন্দু হিসাবে গর্ববোধ করবেন। বসুন্ধরা প্রকল্পের মাধ্যমে কে কে জমি পেয়েছে এবং কারা পেতে চলেছেন সেই তালিকা প্রাক্তন কেন্দ্র মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই তালিকা দেখে হিন্দু হিসেবে তিনি গর্বিত অনুভব করবেন। নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র বদরুদ্দিন আজমলের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজেন গোহাই এর অভিযোগের বিষয়ে সেখানের স্থানীয় কোনো বিধায়ক মন্তব্য করেননি। তিনি স্বয়ং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের একজন বিধায়ক তথা ভোটার। সেখানে জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন সেখান থেকে পরাজিত হবেন বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না। নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের বিষয়টি তার ব্যক্তিগত কথা। ফলে এটা না ভেবে সারা অসমের কথা তার ভাবা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজিরিকা।

তিনি বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা আবোল তাবোল বকে এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতে তার কোনো লাভ হবে না বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী পীযূষ হাজিরিকা বলেন ২০২৬ সালে বিজেপি একশোর অধিক আসন দখল করতে সক্ষম হবে। আসন্ন ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বারটি আসন দখল করবে বিজেপি। অন্যদিকে বিজিবিতে যোগদান করার তার নয় বছর সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। ফলে তাকে নতুন বিজেপি বলা নিরর্থক বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজিরিকা বলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনিও বিজেপিতে নয় বছর আগে অর্থাৎ প্রায় ১ দশক আগে বিজেপিতে এসেছিলেন। ফলে এখন তাকে নতুন বিজেপি বলে আখ্যা দেওয়া যুক্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

একইভাবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলল রাজনীতিতে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যারা নিজের জন্য কিছু না পেলে সেটা সঙ্গে দল এবং অন্যান্য বিষয় জড়িত করে নেন। রাজনৈতিক দল একটি কন্টিনিউয়াস প্রসেস। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিরা এই দলকে নেতৃত্ব দেন। এরই মধ্যে কিছু ব্যক্তি বিজেপিতে নতুন পুরানোর সংজ্ঞা বের করে নিয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকে বিজেপি নতুনভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বর্তমান রাজ্য বিজেপিতে থাকা ৮০ শতাংশ দলীয় কর্মী ২০১৪ সালের পরে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। ২০ শতাংশ হয়তো দলে আগের কার্যকর্তারা রয়েছেন। ফলে রাজ্য বিজেপিতে থাকা বর্তমানের ৮০ শতাংশ দলীয় কার্যকর্তাদের নতুন বলে আখ্যা দিলে কিভাবে চলবে এই মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন আট বছর একটি দলে থাকার পর সেই ব্যক্তি কোনদিনও নতুন হয়ে থাকেন না। তাকে নতুন বলে সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। ছয় মাস পূর্বে দলে আশা কোন ব্যক্তিকে যদি দলীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে সে ব্যক্তিকে নতুন বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাইকে দল যতটুকু দিয়েছে সেটা অন্য কাউকে দেয়নি। দল চারবার করে তাকে সংসদ বানিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বানিয়েছে, দলটির সভাপতি বানিয়েছে। এরপর তার আর কি চাই বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন এরপরও কেবিনেট মর্যাদা দিয়ে রাজেন গোহাইকে সম্মান জানানো হয়েছে। দলে সাধারণত জেনারেশন ভাবে দলীয় কর্মী নেতারা আসেন কাজ করেন এবং পরে জেনারেশনের জন্য জায়গা ছেড়ে দেন। এটাই নিয়ম। এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশন সম্পন্ন করেছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। কারণ এই পুনর্গঠন এর মাধ্যমে ১০৩ টি আসন ভূমিপুত্রদের দখলে আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কম করে হলো ১১ টি লোকসভা আসন ভূমিপুত্র দের জন্য সুরক্ষিত হয়েছে। ভূমিপুত্রদের স্বার্থে এই পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানানো উচিত বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন রাজেন গোহাই ভালো করে জানেন যে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশন করেছে। ফলে অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে নির্বাচন কমিশনের সামনে তার ক্ষোভ ব্যক্ত করা উচিত। যদি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভাবছেন পুনর্গঠনের মাধ্যমে আগের মতন ৪০-৫০ টি আসন অনুপ্রবেশকারীদের হাতে চলে যাওয়া উচিত তাহলে তার কিছু বলার নেই। তাছাড়া তিনি যদি ভাবছেন শুধু নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র বিজেপির জেতা উচিত এবং বাকি ১৩ টি লোকসভা কেন্দ্রে দল পরাজিত হলে হবে তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়। বর্তমান সাধারণ জনতা তাকে সম্মান জানান না শুধুমাত্র তার এই ধরনের মন্তব্যের জন্য বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন। তিনি সাংসদ থাকাকালীন সবথেকে বেশি চর্চার বিষয় ছিল কংগ্রেস নেতা রকিবুল হোসেনের সঙ্গে থাকা তার দহরম মহরম। তিনি নিজে কি করেছিলেন সেটা একবার চিন্তা করা উচিত। এভাবে দলে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে তিনি পারেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন এখন থেকে দলের কার্যালয়ে এসে দলের বিরুদ্ধে কোন ধরনের মন্তব্য করা যাবে না। দলবিরোধী আচরণ এবং মন্তব্য করলে কঠোর অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী বড়ুয়া।

অখণ্ডভারতের লক্ষ্যে বিশ্বের উচ্চতম মন্দিরে স্বাধীনতা দিবসে ধ্বজারোহণ দুর্গাপুরের বিজেপিকর্মীর

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

অখণ্ডভারত, নবপ্রজন্মের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগ্রত করা ও কেন্দ্রে তৃতীয়বার জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন। এই তিন লক্ষ্য নিয়ে পূণ্য শ্রাবণ মাসে পঞ্চকেদারও পঞ্চপ্রয়াগ যাত্রা। আর এই যাত্রা তেই ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে বিশ্বের উচ্চতম মন্দির তুঙ্গনাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ফিরলেন দুর্গাপুরের এক আদি বিজেপিকর্মী।সুব্রতঘোষ, বেশি পরিচিতি বাপ্পা নামে। চাকুরিজীবি সুব্রতবাবু দুর্গাপুরের বিধাননগরের নিজ বাড়িতেই রাঢ়বঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় পানের দোকানও চালান। তিনি আশির দশকের শেষ থেকে সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত,সক্রিয় বিজেপিকর্মী ও সমাজসেবী। আর পশ্চিমবঙ্গের জটিল রাজনীতিতে বরাবরই বিরোধী পরিসরে থাকায় একাধিকবার হামলা ও অত্যাচারের শিকার। বিগত দিনের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাকি পশ্চিমবঙ্গের বাকি জায়গার মতন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলেও বিভিন্ন এলাকায় আক্রান্ত হয় বিজেপি কার্যকর্তারা। শারীরিক নিগ্রহ,ঘরবাড়িভাঙ্গচুর, অগ্নিসংযোগ সহ মহিলাদের ওপরেও পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা সামনে আসে। অভিযোগ, হিংসায় বেশি আক্রান্তের শিকার হয় হিন্দুরা, আতঙ্কে দীর্ঘদিন ঘরছাড়া হতে হয় বহুপরিবারকে। অবশেষে, হিংসার ঘটনায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতির নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়। নিজে আক্রান্ত হলেও আশেপাশের এলাকায় আক্রান্তদের দলীয় কর্মীদের পাশে সাহায্য করতে ছুটে গেছেন সুব্রতবাবু। বিভিন্ন ভোট প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণদলীয় পদভার ও দায়িত্ব সামলেছেন। উল্লেখ্য, গতবছর শ্রাবণ মাসে রাজ্যের আক্রান্ত দলীয়কর্মী তথা হিন্দুদের মঙ্গলকামনায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পরিভ্রমন করেন সুব্রতবাবু। দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের পাশাপাশি রুদ্রাভিষেকও করেন তিনি। আর এই বছর তিনি পঞ্চকেদারও পঞ্চপ্রয়াগ পরিভ্রমন করেন। ৩রা আগস্ট বাড়ি থেকে রওনা দেন বিজেপি যুবমোর্চার প্রাক্তন জেলাসভাপতি বীরবল রুইদাসকে সঙ্গী করে। পঞ্চ প্রয়াগ,তাদের উৎপত্তির ক্রমানুসারে - বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ এবং দেবপ্রয়াগ হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি অভিব্যক্তি যা গাড়োয়াল হিমালয়ের পাঁচটি পবিত্র নদীর সঙ্গমকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।তুঙ্গনাথ উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ উচ্চতম মন্দির তথা শিবমন্দির আর পঞ্চ কেদারের অন্যতম।তুঙ্গনাথ পর্বতশীর্ষে অবস্থিত হওয়ায় এই মন্দিরটি তুঙ্গনাথ মন্দির নামে পরিচিত। এখানে শিবের হৃদয় ও হাতের পুজো করা হয়। মন্দাকিনী ও অলকানন্দা উপত্যকার উপর ১২,৮০০ ফিটবা ৩৬৮০ মিটারউচ্চতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তুঙ্গনাথ। দেবাদিদেব মহাদেবের পঞ্চকেদার গুলি হল কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, কল্পেশ্বর, রুদ্রনাথ আর তুঙ্গনাথ।পৌরাণিক কাহিনী বলছে এই মন্দিরের উৎপত্তি মহাভারতে। সুব্রতবাবু স্বাধীনতা দিবসের দিন সকালে তুঙ্গনাথ মন্দিরপ্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর সেখানথেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৮ইআগস্ট দুর্গাপুর ফিরে সুব্রতবাবু তাঁরতীর্থ ভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তিনি বলেন, শ্রাবণ মাস হল শিবের মাস, সারা মাস জুড়ে শিবের আরাধনা করা হয়। তাই এই পূণ্য মাসেই ১৫ দিনের সফর ছিল। উদ্দেশ্য অখন্ডভারত পুনর্গঠন ও নবপ্রজন্মের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগ্রত করার বার্তা। তাছাড়া অতি অবশ্যই কেন্দ্রে আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান জাতীয়তবাদী সরকারের তৃতীয়বারের প্রত্যাবর্তনের সংকল্প ছিল এই ভ্রমনে। তিনি আরও বলেন, যেইভাবে আমার উদ্দেশ্য শুনে যাত্রাপথের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় মানুষজন ও অন্যান্য তীর্থভ্রমণকারীরা সম্বর্ধনা দিয়েছে তাতে নিজেকে খুবগর্বিত মনে হচ্ছে। এইপরিভ্রমনে সকলের আতিথেয়তায় আমি আপ্লুত।

সাময়িকী

ভগবান ভক্তের অহংকার চূর্ণ করে তাকে কাছে টেনে নেন

ভগবান ভক্তের অহংকার রাখেন না কারণ যেখানে অহংকার সেখানে ভগবান থাকেন না।তাই তিনি ভক্তের অহংকার চূর্ণ করে তাকে কাছে টেনে নেন।রামকৃষ্ণ অবতারের কথা বলছি।গিরিশ চন্দ্র ঘোষ,রামকৃষ্ণ অবতারের এক মহান চরিত্র।তিনি একদিকে নাট্যকার, মহাকবি অন্যদিকে এক চরিত্রহীন,লম্পট মাতাল

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

ও নাস্তিক।দিনরাত মদ খান,পতিত ও পতিতাদের নিয়ে নাটক করেন।ভগবান কে মানেন না।ঘরে কোনো ঠাকুর দেবতার ছবি রাখেন না।প্রণাম করতে হবে বলে কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যান না।সাধু সন্ন্যাসী কে দেখলেই চটে যান।তিনি ইতিমধ্যে ই রামকৃষ্ণ দেবের নাম শুনেছিলেন।ঠাকুর কে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন,আমার পাল্লায় পড়েনি তো নইলে তাঁর পরমহংস গিরি ছাড়িয়ে দিতাম।ঠাকুর মাঝে মাঝে ভক্তদের বাড়ি যেতেন আনন্দ করার জন্য।একদিন তিনি বাগবাজারের কোনো এক ভক্তের বাড়িতে যাচ্ছেন।বাগবাজারে গিরিশ ঘোষের ও বাড়ি।তিনি খরব টা পেয়ে গেছেন যে রামকৃষ্ণ ঠাকুর বাগবাজারে আসছেন ।এই সুবর্ন সুযোগ তাকে অপমান করার।এমন সব প্রশ্ন করবো যে উত্তর দিতে না পারলে কান মলে দেবো।সেদিন খুব মদ খেয়ে রকে বসে আছেন ঠাকুর কে অপমান করার জন্য।এদিকে ঠাকুর ভক্তদের সাথে যাচ্ছেন।রকে বসে থাকা গিরিশ ঘোষের সাথে দেখা।ঠাকুরের স্বভাব ছিলো কোনো নুতন লোকের সাথে দেখা হলে তিনি সর্বপ্রথম তাকে প্রণাম করতেন।এখানেও তাই করলেন।গিরিশ বাবুকে দেখে ঠাকুর তাকে আগে প্রণাম করলেন।গিরিশ বাবু চুপ।ভক্তরা বললেন,,ইনি সেই বিখ্যাত নট নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।ঠাকুর তখন তাকে বিশেষ গুণী ব্যক্তি বলে আর একবার প্রণাম করলেন।এবার কিন্তু গিরিশ বাবু মুশকিলে পড়লেন।কি করবেন তিনি, লোকটা দু দু প্রণাম করলেন আমাকে ,এবার আমি যদি চুপ থাকি তাহলে ভদ্রতা নষ্ট হয় আবার প্রণাম করলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।অনেক ভেবে চিন্তে তিনি প্রতি নমস্কার করলেন।ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন।গিরিশ বাবু ও নমস্কার করলেন।এইভাবে চললো বেশ কিছুক্ষণ তারপর গিরিশ বাবুর পরাজয়।হিসেব করে দেখলেনঠাকুরের একখানি প্রণাম বেশি হয়েছে।গিরিশ বাবু বললেন,,রামকৃষ্ণ, আজ পর্যন্ত আমার মাথা কেউ নত করতে পারে নি কিন্তু তুমি আজ আমার মাথা নত করে দিলে।ঠাকুর হেসে বললেন,, দক্ষিণেশ্বর এ যাবি রানী রাসমণির বাগান বাড়ি দেখতে।তারপর আর কি শুরু হলো আসা যাওয়া।ঠাকুরের স্নেহ ভালোবাসা ও কৃপাতে একদিন মহাপাপি গিরিশ ঘোষ ভক্ত ভৈরব গিরিশ ঘোষে পরিণত হলেন।ভগবান ভক্তের সব অহংকার চূর্ণ করে তাকে কাছে টেনে নিলেন।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আরপিএল ক্রিকেট ম্যাচের উদ্বোধন করেন আজসু নেতা হরেলাল মাহতো

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ নিমডিহ ব্লক সদর রঘুনাথপুর মাঠে রঘুনাথপুর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট ম্যাচের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করে প্রধান অতিথি হরেলাল মাহাতো বলেন, খেলাধুলা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের খেলোয়াড় ও যুবকদের সহযোগিতা করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। তিনি বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই খেলাধুলাকে জীবনযাপনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এতে শুধু আমাদের দেহের বিকাশ ঘটে না, আমাদের জীবনকেও সফল করে তোলে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে সরকার ক্রীড়াবিদদের অনেক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে, অর্জুন পুরস্কার, দ্রোণাচার্য পুরস্কারের মতো পুরস্কার এই বিভাগে আসে। খেলাধুলায় ভারতীয় মহিলারাও এই দিক দিয়ে খ্যাতি এনেছেন। পিটি উষা, মেরি কম, সাইনা নেহওয়াল, সানিয়া মির্জা, দীপিকা কুমারীর মতো মহিলা খেলোয়াড়রা ক্রীড়ার বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য অর্জন করেছেন। যার মধ্যে দৌড়ে পিটি উষা, বক্সিংয়ে মেরি কম, ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেহওয়াল, টেনিসে সানিয়া মির্জা,

আরচারিতে দীপিকা কুমারী দেশকে গর্বিত করেছেন। খেলাকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐক্যের প্রতীকও বলা হয়, এতে কোনো জাতি, ভাষা ও ধর্মের বিরোধিতা করা হয় না, যেকোনো ধর্মের মানুষ এটি খেলতে পারে। এভাবে খেলাধুলা আমাদের চলার পথের অগ্রগতি নিশ্চিত করে একটি সফল জীবন গড়তে সহায়ক।

হরেলাল মাহাতো বলেন, আমাদের দেশ খেলাধুলায় আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করেছে। ক্রিকেট, রেসলিং, বক্সিং, ব্যাডমিন্টন, শ্যুটিং সব বিভাগেই নিজেদের দক্ষতায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। সুশীল কুমার হলেন প্রথম কুস্তিগীর যিনি বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক পেয়েছেন, মহিলা বক্সার মেরি কম একজন বিখ্যাত বক্সার, যিনি মণিপুর রাজ্য থেকে তার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, যিনি ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রীর মতো বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, অর্জুন পুরুষকার, রাজীব গান্ধী ক্রীড়া পুরস্কারে ভূষিত। তিনি বলেছিলেন যে ভারত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক গেমসেও সাফল্য অর্জন করেছে, যা প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালে, ভারত ৪টি ব্রোঞ্জ এবং ২টি রৌপ্যের মতো ৬টি পদক পেয়ে নিজেকে গর্বিত করেছে। কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমসের মতো অন্যান্য আন্তর্জাতিক স্তরের গেমগুলিতে, ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিশ্ব স্তরে তাদের নাম বিখ্যাত করেছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আজসুএর কেন্দ্রীয় সচিব রবিশঙ্কর মৌর্য, অমূল্য মাহাতো, গ্রামপ্রধান শ্যামল মাহাতো, দীপু প্রামাণিক, বলরাম মাহাতো, নিরঞ্জন কুমার, প্রভাত প্রামাণিক, রাকেশ ধবন, মঙ্গল সিং, লক্ষ্মণ মাহাতো, কবির প্রামাণিক, সুরেশ যোগী, অলোক কুমার, মহেশ্বর কুমার প্রমুখ।

চাকরি দেওয়ার নামে দালালি করা রাজ্য বিজেপির নেতাদের গ্রেফতার পর্ব অব্যাহত

বহিষ্কৃত নেতা দীবন ডেকার পর এবার গ্রেফতার রেখান্ত দাস, অসীম চক্রবর্তী, তিনজনকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্পূর্ণ অকল্পনীয়ভাবে শাসকদলের একের পরও একা নেতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। প্রথমে ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনা রাজ্য বিজেপির সর্বস্তরে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে একের পর এক অডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে দলটিতে ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়। তবে এবার দলের একের পর এক নেতা গ্রেফতার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে বিরোধী পক্ষের হাতে এক অস্ত্র এসে পড়েছে। চাকরি দেওয়ার নামে দালালি করা রাজ্য বিজেপির বহিষ্কৃত নেতা দীবন ডেকার পর এবার পুলিশ হাতে গ্রেফতার হয়েছেন দলের কৃষক মোর্চার নলবারী জেলার সভাপতি রেখান্ত দাস এবং দলীয় নেতা অসীম চক্রবর্তী। এই তিন নেতাকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে তড়িঘড়ি রেখান্ত দাসকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে রাজ্য বিজেপির কৃষক মোর্চা।

রাজ্য বিজেপির একের পর এক নেতা গ্রেফতার হওয়ার ঘটনায় দলের অন্দরমহলে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক চর্চা আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিজেপির ভিতরে চর্চার তুলনায় বিরোধী পক্ষ বিশেষ করে কংগ্রেসে এই বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নজর রাখা হচ্ছে। এরই পরিণাম হিসেবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তরফে প্রতিদিন সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে শাসক দল বিজেপির সমালোচনায় মুখর হচ্ছে বিরোধী দলটি। রাজ্য বিজেপির বিভিন্ন নেতার বিরুদ্ধে চাকরির নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উত্থাপন করার পর থেকে দলের শীর্ষ মহলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। এমনকি এই বিষয়টির প্রতি বিজেপির সর্বভারতীয় নেতারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন বলে জানা গেছে। এর ফলে এই বিষয়টি সবিস্তারে খতিয়ে দেখতে প্রচার মাধ্যমের অন্তরালে থেকে দিল্লি থেকে ইতিমধ্যে দলের বেশ কয়েকজন নেতাকে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে বলে এক সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

রাজ্য বিজেপির এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে দল থেকে ইতিমধ্যে বহিষ্কৃত হওয়া নেতা দীবন ডেকাকে গতকাল দিনব্যাপী জেরার পর অবশেষে গ্রেফতার করেছিল মহানগর পুলিশ। একই সঙ্গে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করার অপরাধে দল থেকে বহিষ্কৃত নেত্রী তৃষ্ণা শর্মাকেও জেরা করা হয়েছিল। তবে এই প্রক্রিয়া শনিবারেও অব্যাহত রয়েছে। এদিন চানমারি পুলিশ দলের কিষান মোর্চার নলবারী জেলার সভাপতি রেখান্ত দাস এবং দলীয় নেতা অসীম চক্রবর্তীকে বিস্তারিত জেরা করার পর গ্রেফতার করেছে। অবশেষে দীবন ডেকা, রেখান্ত দাস এবং অসীম চক্রবর্তীকে সিজিএম আদালতে হাজির করানো হয়। আদালত তিনজনকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই এক বিবৃতির মাধ্যমে বিজেপির কৃষক মোর্চার সভাপতি দেবজিৎ বরা তৎকালীনভাবে কৃষক মোর্চার নলবাড়ি জেলা সভাপতি রেখান্ত দাসকে বরখাস্ত করে দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

চানমারি থানার ডাক পেয়ে অবশেষে থানায় এসে হাজির হয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী রিয়া দাস এবং মঞ্জু। দীর্ঘ সময় ধরে রিয়া দাসকে জেরা করার পর পুলিশ তাকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। ভাইরাল হওয়া অডিওতে বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন বিজেপি নেত্রী রিয়া দাস। তিনি সাংবাদিকদের বলেন সেই অডিওতে তার বক্তব্যের ক্ষেত্রে স্লিপ অফ টাং হয়েছে। ফলে তিনি বারংবার বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অন্যদিকে পলাতক বিজেপি নেতা অভিমন্যু দাসের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর তাকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। বর্তমান তিনি নেপাল কিংবা সিমলাতে পালিয়ে রয়েছেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। পলাতক বিজেপি নেতা অভিমন্যু দাসকে গ্রেফতার করার জন্য মহানগর পুলিশের একটি দল ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে বলে এক সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার পর এক্ষেত্রে জড়িত থাকার অপরাধে অনুরাগ চলিয়াকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ইতিমধ্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

আকাশচুম্বী মূল্যস্ফীতি মোকাবিলার লড়াইয়ে আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনাঃ লাতিন অ্যামেরিকার দেশ আর্জেন্টিনায় মূল্যস্ফীতি এখন ১০০ শতাংশেরও বেশি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পণ্যের দাম বৃদ্ধির মাত্রা বেঁধে দিল সরকার।

জুলাইতে আর্জেন্টিনার বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১১৩ শতাংশ। অর্থাৎ, এক বছর আগে যে পণ্য বা সেবা কিনতে মানুষ ১০০ টাকা ব্যয় করতেন তা পেতে দেশটির মানুষকে এখন দ্বিগুণেরও বেশি খরচ করতে হচ্ছে। তবে জুনে এই হার ছিল আরো বেশি, ১১৫ শতাংশ। সবশেষ ১৯৯১ সালে দেশটিতে মূল্যস্ফীতির হার তিন অঙ্ক ছাড়িয়েছিল। অর্থনীতির দুরাবস্থা, ভয়াবহ খরায় কৃষির বিপর্যয়, রাজনীতির টালমাটাল পরিস্থিতি, স্থানীয় মুদ্রা পেসোর অবমূল্যায়নসহ নানা কারণে আর্জেন্টিনায় জীবনযাত্রায় ব্যয় বেড়ে চলেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুক্রবার সুপারমার্কেটগুলোর সঙ্গে দাম নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে সরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী তিন মাস ইচ্ছামাফিক দাম বাড়াতে পারবে না তারা। এক মাসে একটি পণ্যের দাম পাঁচ শতাংশের বেশি হতে পারবে না।

৩১টি সুপারমার্কেটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী সার্জিও মাসা। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রণোদনা হিসেবে সরকারের কাছ থেকে কর ছাড় পাবে সুপারমার্কেটগুলো। এছাড়াও পণ্য সরবরাহকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ঋণ তহবিলের ঘোষণা দিয়েছে মন্ত্রণালয়। এই সিদ্ধান্ত আগামী অক্টোবরে হতে যাওয়া নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকবে। এর আগে বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জ্বালানির দাম বাড়ানো যাবে না। এ নিয়েও শিল্প সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে ঐকমত্যে

পৌঁছেছে সরকার।

আগামী অক্টোবরে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অর্থমন্ত্রী মাসা নিজেই ক্ষমতাসীন জোটের হয়ে লড়াই করবেন। গত রোববার প্রাইমারি ভোটে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই জয়ী হয়েছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষণার পর দেশটির মুদ্রা পেসোর বড় ধরনের দরপতন হয়েছে। এতে আগস্টে মূল্যস্ফীতি আরো বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলেছে, পাইকারি পর্যায়ে পণ্যের দাম আবারো বড় আকারে বাড়ার আভাস দেখা যাচ্ছে। এতে বাজারে জিনিসপত্রের দামের দ্রুতই আরেক দফা উল্লম্ফন ঘটবে। সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে তা আশির দশকের শেষের উচ্চ মূল্যস্ফীতির রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

তালেবানের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে গোপনে ব্যবসা করছেন আফগান নারীরা

কাবুল ঃ ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় যাওয়ার পর নারীরা চাকরি হারান। তাদের অনেকে গোপনে ব্যবসা শুরু করেছেন। তারা নিজেদের বাড়িতে জিম, বিউটি সেলুন, স্কুল পরিচালনা করছেন।

এদের একজন ৪৪ বছর বয়সি লায়লা হায়দারি। কাবুলে তার একটি রেস্টুরেন্ট ছিল। সেখানে সন্ধ্যায় সংগীত ও কবিতা পাঠের আসর বসতো। বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও বিদেশিদের কাছে রেস্টুরেন্টটি জনপ্রিয় ছিল। ব্যবসার আয়ের একটি অংশ দিয়ে মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। তবে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর সেটি ভেঙে ফেলেন তাদের সমর্থকেরা। ঐ ঘটনার পাঁচ মাস পর গোপনে একটি হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার খোলেন হায়দারি। সেখানে পোশাক তৈরি ও অলংকার বানিয়ে টাকা আয় করছেন প্রায় ৫০ জন নারী। তারা মাসে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা আয় করেন। হায়দারি বলেন, ''যে নারীদের কাজ খুব দরকার তাদের জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানটা শুরু করেছি।'' হ্যান্ডিক্রাফট ব্যবসার কিছু অংশ দিয়ে মেয়েদের একটি গোপন স্কুলে অর্থ সহায়তা দিচ্ছেন হায়দারি। সেখানে প্রায় ২০০ মেয়ে গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিখছে। কিছু মেয়ে স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করছে। বাকিরা অনলাইনে পড়ছে। নারীদের জন্য বেশিরভাগ চাকরি নিষিদ্ধ করেছে তালেবান। মেয়েরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা নিতে পারছে না। মেয়েদের চলাফেরার উপরও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে হাজার হাজার নারী তাদের বাড়িতে ছোট ব্যবসা শুরু করেছেন। এতে সাধারণত বাধা দিচ্ছে না তালেবান। পাশাপাশি হায়দারির মতো গোপন প্রতিষ্ঠানও কাজ করে যাচ্ছে।

২৫ বছর বয়সি দর্জি ওয়াজিহা শেখাওয়াত আগে একা পাকিস্তান ও ইরানে গিয়ে কাপড় কিনে আনতেন। তালেবানের নিয়ম অনুযায়ী, এখন তিনি একা ভ্রমণ করতে পারেন না। কিন্তু সঙ্গে একজনকে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে আর্থিক কারণে সম্ভব নয়। এই অবস্থায় তিনি তার পরিবারের এক পুরুষ সদস্যকে কাপড় কিনতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভুল কাপড় কিনে আনেন। তিনি বলেন, ''আমি আগে নিয়মিত বিদেশে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে যেতাম, কিন্তু এখন কফি পান করতেও বাইরে যেতে পারি না। দম বন্ধ লাগে। মাঝেমধ্যে আমি ঘর বন্ধ করে চিৎকার করি।'' এদিকে পার্টি ড্রেস ও চাকরিজীবী মেয়েদের পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ায় ওয়াজিহার মাসিক আয় ৬০০ ডলার থেকে কমে ২০০ ডলার হয়েছে। আফগানিস্তানে বিধবা, বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া ও একা থাকা নারীর সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। তাদের অনেকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। আবার অনেকের মাহরাম (সঙ্গে যাওয়ার মতো পুরুষসঙ্গী) কেউ নেই। ২০১৫ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর সাদাফ (ছদ্মনাম) কাবুলে বিউটি সেলুন চালিয়ে পাঁচ সন্তান লালনপালন করতেন। এখন তালেবান তার সেলুন বন্ধ করে দেয়ায় তিনি ঘরে ব্যবসা শুরু করেছেন। কিন্তু তার অনেক ক্রেতা চাকরি হারানোয় সেলুনে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই সাদাফের মাসিক আয় ৬০০ ডলার থেকে কমে ২০০ ডলার হয়েছে। গত মাসে তালেবান দেশের সব বিউটি সেলুন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। ফলে ৬০ হাজারের বেশি নারী চাকরি হারাতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সাদাফ আশঙ্কা করছেন, ঘরে ব্যবসা করায় তালেবান তার পেছনে লাগতে পারে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস ঃ শেষ কোথায়?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে সব ধরনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নজির আছে। হালে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়, তা অস্বীকারও করা হয়। শুধু তাই নয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর প্রকাশ করে সাংবাদিকরা প্রশাসনের দিক থেকে চাপের মুখেও পড়েন। প্রশ্ন ফাঁসের 'ভুয়া' প্রতিবেদন প্রকাশ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে এমন হুমকিও দেয়া হয়েছে সাংবাদিককে। পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার ঘটানাও আছে। তদন্তে প্রমাণ হওয়ার পরও পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি এমন নজিরও আছে। এই প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্র ও কোচিং সেন্টারের লোকজন জড়িত বলে প্রমাণ মিলেছে। জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, প্রশ্ন প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। ২০০১ সাল থেকে পরবর্তী ১৬ বছরে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে ১০ বার। সিআইডি সম্প্রতি ২০২০ সালের প্রশ্ন ফাঁসের একটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে এই ঘটনা জানতে পেরেছে। তারা মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে সাত জনই চিকিৎসক। আর এই ফাঁস করা প্রশ্ন দিয়ে দুই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। তারা পাশ করে চিকিৎসকও হয়েছেন। ২০২১ সালে পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এক হাজার ৫১১টি অফিসার (ক্যাশ) পদের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকার্স কমিটির আওতায় ওই নিয়োগ পরীক্ষা হয়। পরে তদন্তে দেখা যায়, প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে বুয়েটের শিক্ষক নিখিল রঞ্জন ধরসহ ১৬ জন জড়িত। তাদের মধ্যে আছেন ব্যাংক কর্মকর্তা , টেকনিশিয়ান, পিয়ন। এই চক্রটি চেইনের মতো কাজ করেছে। ওই পরীক্ষায় এক লাখ ১৬ হাজার ৪২৭ জন চাকরিপ্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। নিয়োগ পরীক্ষা অবশ্য পরে বাতিল করা হয়। ২০১৭ সালে মাধ্যমিক (এসএসসি) সমমানের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বড় ঘটনা ঘটে। ২০১৮ সালেও এসএসসির প্রশ্ন ফাঁস হয়। পরীক্ষা মনিটরিং কমিটি প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা স্বীকারও করে। ২০০২২ সালে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী থেকে এসএসসির প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। দেখা যায়, ওই প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে একজন প্রধান শিক্ষক কাম কেন্দ্র সচিব, দুই জন সহকারী শিক্ষক এবং অফিস সহায়ক জড়িত। মোট ছয়টি বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস করেন তারা। ২০১৯ সালে ৪০ তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের একটি চক্রের পাঁচ সদস্যকে আটক করে ঢাকা মোট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। পুলিশ তখন জানায় তারা ৪০ তম বিসিএসের প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ফাঁসের আগেই তারা আটক হয়। তবে আগে তারা বিবিএসের প্রশ্ন ফাঁস করেছে। ২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের একটি চক্রের ১০ সদস্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এরপর সিআইডি এই ঘটনার দুই বছর ধরে তদন্ত করে এই ফাঁসের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭ শিক্ষার্থীসহ ১২৫ জনকে চিহ্নিত করে আদালতে চার্জশিট দেয়। তার ঢাবির ১৮ শিক্ষার্থীসহ ৪৭ জনকে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে আসছিল। গোয়েন্দা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মশিউর রহমান বলেন, গত কয়েক বছরে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা কমেছে। ব্যাপক অভিযান, প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিবহণ ও বিতরণ আরো নিরাপদ করায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সর্বশেষ প্রশ্ন ফাঁস হতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে। বিশেষ করে এমসিকিউ পদ্ধতির পরীক্ষায় কেন্দ্রে প্রশ্ন দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা মাইক্রো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে বাইরে চলে যেতো। আর আরেকটি গ্রুপ তা সল্‌ভ করে ডিভাইসের মাধ্যমেই নির্ধারিত পরীক্ষার্থীর কাছে পাঠাতো। তবে তার আগে পরীক্ষার একদিন, দুইদিন বা কয়েক ঘন্টা আগে প্রশ্ন ফাঁস হতো। সেটা সম্ভব হতো প্রেস থেকে বা পরিবহণের কোনো পর্যায়ে। এর সঙ্গে প্রেস বা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সংযুক্তদের কেউ কেউ জড়িত থাকতেন, জানান তিনি। তিনি বলেন, এর পিছনে আমরা তদন্তে বড় ধরনের আর্থিক লেনদেনের ঘটনাও বিভিন্ন সময় উদঘাটন করেছি। তবে এখনো কিছু নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। আর সমস্যা হচ্ছে, নিয়োগ পরীক্ষা আইনে পাবলিক পরীক্ষা নয়। তাই নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের আটক করলেও তেমন শাস্তির মুখোমুখি করা যায় না। তারা জামিনে ছাড়া পেয়ে আবার প্রশ্ন ফাঁসের বাণিজ্য শুরু করে, জানান এই গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মজিবুর রহমান বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়, কারণ, এর চাহিদা আছে। আর এই ফাঁসে যারা জড়িত, তারা আর্থিক দিক দিয়ে ব্যাপকভাবে লাভবান হন।

তার কথা, প্রশ্ন ফাঁস প্রশ্ন তৈরি থেকে, ছাপা পরিবহণ এবং বিতরণ যেকোনো পর্যায়ে হতে পারে। তাই প্রতিটি পর্যায়ে সৎ এবং যোগ্য লোক থাকা দরকার। থাকা দরকার কঠোর মনিটরিং। সেটা না থাকায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, শুধু সৎ হলেই চলবে না, দক্ষতাও থাকতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও থাকতে হবে। যেমন ধরুন যে কম্পিউটারে প্রশ্ন তৈরি হলো সেখান থেকে তা ডিলিট করলেই শেষ হয়ে যায় না। আসলে সেটা থেকে যায়। প্রিন্টারেও থেকে যায়। কোনো অনলাইন ডিভাইসেও থেকে যেতে পারে। তাই ওই প্রযুক্তি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে কীভাবে কাজ করতে হয় তাও জানতে হবে।

এই প্রশ্ন ফাঁস আমাদের বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যদি এক হাজারে এজনও ফাঁস করা প্রশ্নের মাধ্যমে চাকরি পেয়ে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মেডিকেলে ভর্তি হয়ে থাকেন, তাহলে সেটাও তো বিরাট আস্থাহীনতার জায়গা তৈরি করে, বলেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এই শিক্ষক। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ মনে করেন, অস্বীকারের সংস্কৃতি সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে। তার কথা, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার পর তা বার বার অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু শুরুতেই সেটা স্বীকার করে, তদন্ত করে তা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে হয়তো বন্ধ করা যেতো। কিন্তু এটা অস্বীকার করায় আরো বিস্তৃত হয়েছে। তার কথা, আগে প্রয়োজন কমিটমেন্ট। এরপর যার কাজ, তাকে দিতে হবে। শিক্ষার কাজ শিক্ষকদের দিয়ে করাতে হবে। দীর্ঘকাল একটি বিষয়ের মানোন্নয়নে কাজ করতে হবে। বার বার পরীক্ষানিরীক্ষা করলে হবে না।

এই দুইজন শিক্ষকই মনে করেন, কিছু কোচিং সেন্টারের এটা একটা ব্যবসা। তার সব সময় প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টায় থাকে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ঠিক হতো, তাহলে কোচিং সেন্টারেরই প্রয়োজন হতো না। বাংলাদেশে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ পাবলিক পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের শাস্তির বিধান আছে। তবে আইনে নিয়োগ পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত নয়। ফলে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় জিজিটাল বা অন্য আইনে মামলা করা হয়। প্রশ্ন ফাঁসসহ বিভিন্ন ঘটনায় ঢাকার আদালতে ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরের মামলা হয়েছে ২০০টি। ওই সময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪৫টি মামলা। আর এর মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র একটি মামলায়। আইনের দুর্বলতার কারণেই অপরাধীদের শাস্তি দেয়া যাচ্ছে না বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তারা। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ মনে করেন, আইনটি আরো কঠোর হওয়া প্রয়োজন। আর তদন্তও আরো দক্ষতার সঙ্গে করা উচিত, যাতে আসামিরা শেষ পর্যন্ত সাজা পায়। তার কথা, এই প্রশ্ন ফাঁস নিয়েও এক ধরনের রাজনীতি আছে। ঘটনা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা আছে। আবার প্রশ্ন কমিটিতে থাকা নিয়েও রাজনীতি ও তদবির আছে। ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, দায় স্বীকার করে অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। আর সবাইকে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে।

মেসির জার্সিতে যে ঘ্রাণ ...

মায়ামি (ওয়েবডেস্ক) ঃ গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ৪০০তম ম্যাচটি খেলেছিলেন ড্যাক্স ম্যাকার্টি। ৩৬ বছর বয়সী এ মিডফিল্ডার তখন জানিয়েছিলেন, অবসরের কথা ভাবছেন, তার আগে ন্যাশভিল এসসিকে একটা শিরোপা জেতাতে পারলে মন্দ হয় না! মাত্র ৭ বছর আগে যাত্রা শুরু করা ন্যাশভিল যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া ফুটবলে এখনো কোনো শিরোপা জেতেনি। লিগস কাপের ফাইনালে সেই অপূর্ণ ইচ্ছাটা পূরণের আশা করেছিলেন ম্যাকার্টি। বেচারার কপাল খারাপ।

প্রতিপক্ষ দলে লিওনেল মেসি থাকলে কপাল খারাপ ছাড়া আর কীইবা বলা যায়!

টেনেসির জিওদিস পার্কে আজ লিগস কাপের ফাইনালে মেসিকে থামাতে পারেনি ন্যাশভিল। ২৩ মিনিটে তাঁর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। পরে ৫৭ মিনিটে ন্যাশভিল সমতায় ফিরলেও টাইব্রেকারে ১০-৯ ব্যবধানের হারে ফিরতে হয় খালি হাতে। তবে ম্যাকার্টি কিন্তু খালি হাতে ফেরেননি। সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন মেসির জার্সি।

ফাইনাল শেষে ড্যাক্স ম্যাকার্টির একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করেন তাঁর স্ত্রী জেন ম্যাকার্টি। সেই ছবিতে দেখা যায়, মেসির জার্সি হাতে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ড্যাক্স ম্যাকার্টি। এই ছবির ক্যাপশনে তাঁর স্ত্রী লিখেছেন, 'আমরা এটার ঘ্রাণ নিয়েছি। তার ঘামের ঘ্রাণ স্ট্রেট কোলনের মতো।' কোলন বিশ্বখ্যাত একটি পারফিউম, যার উৎস জার্মানির কোলন শহরে। লিগস কাপ জিতে নিজের ট্রফি ক্যাবিনেটটা আরেকটু সমৃদ্ধ করে নিলেন মেসি। ফুটবল ইতিহাসে এককভাবে শিরোপা জয়ে সবার ওপরে উঠলেন। এ পথে পেছনে ফেলেছেন বার্সেলোনায় দীর্ঘদিনের সতীর্থ দানি আলভেজকে।

যৌন নিপীড়নের অভিযোগে কারাগারে আটক ব্রাজিলিয়ান তারকা আলভেজ তাঁর ক্যারিয়ারে জিতেছেন ৪৩টি শিরোপা। তাঁকে ছাড়িয়ে এবার মেসি জিতলেন ৪৪তম শিরোপা। ওদিকে ন্যাশভিলকে একটা শিরোপা জেতাতে ম্যাকার্টির অপেক্ষা আরও বাড়ল।

আমিরাতের কাছে নিউজিল্যান্ডের হারের নেপথ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট

রিয়াদ (ওয়েবডেস্ক) ঃ টি টোয়েন্টিতে ছোটখাটো ব্যবধানে ম্যাচের ফল হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। টেস্ট খেলুড়ে দলগুলো যে কখনো কখনো আইসিসির সহযোগী সদস্যের কাছে হেরে যায়, সেসব ম্যাচের বেশির ভাগেরই ফল হয়ে থাকে স্বল্প ব্যবধানে। তবে শনিবার রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে নিউজিল্যান্ডের হার এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে আমিরাতের কাছে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে কিউইরা। নিউজিল্যান্ডের ১৪২ রান আমিরাত টপকে গেছে ২৬ বল হাতে রেখে। ভারতীয় অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতে, আরব আমিরাতের কাছে নিউজিল্যান্ডের এই হারে প্রভাব রয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের। গত কয়েক বছরে বিশ্বজুড়ে কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট চালু হয়েছে। এই টুর্নামেন্টগুলোতে আইসিসির সহযোগী সদস্য দেশের অনেক ক্রিকেটার খেলেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি টি টোয়েন্টির সুবাদে খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়ছে, দলগুলোর মধ্যে কমে আসছে ব্যবধান। আর সে ধারাবাহিকতায় আইসিসির পূর্ণ সদস্য নয় এমন দেশের কাছে টি টোয়েন্টি হারল নিউজিল্যান্ড। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আমিরাতের ইতিহাসগড়া জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন তিনজন। ১৭ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার আয়ান আফজাল খান ২০ রানে নেন ৩ উইকেট। রান তাড়ায় ২৯ বছর বয়সী মোহাম্মদ ওয়াসিম খেলেন ২৯ বলে ৫৫ রানের ইনিংস। আরেক ব্যাটসম্যান আসিফ খান ২৯ বল খেলে অপরাজিত থাকেন ৪৮ রানে। তাঁদের তিনজনই একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলেছেন। আয়ান খেলেছেন এ বছর আরব আমিরাতে শুরু হওয়া আইএলটি টোয়েন্টি ও কানাডার গ্লোবাল টি টোয়েন্টিতে। আর ওয়াসিম এ দুটি টুর্নামেন্টের পাশাপাশি পাকিস্তানের পিএসএলেও খেলেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আরব আমিরাতের জয়ের পর দলটিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি টুইট করেছেন অশ্বিন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির জন্য এটি বড় অর্জন উল্লেখ করে অশ্বিন লিখেছেন, 'নিউজিল্যান্ডকে হারানোটা আরব আমিরাতের বড় অর্জন। এর মাধ্যমে এটিও দেখা গেল যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট কী করতে পারে।' ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের প্রভাব সম্পর্কে একটি উদাহরণও টেনেছেন অশ্বিন। উল্লেখ করেছেন আফগানিস্তানের রশিদ খানের কথা, 'রশিদ খান যখন আইপিএলে আসে, আফগানরা তখনো বিশ্বকাপে ভীতি ছড়ানো ক্রিকেট দল হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ভবিষ্যতে দেখা যাবে আইপিএলে আরও দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং তারা নিজেদের দেশের ভাগ্যও পাল্টে দেবে।'

গ্যালারিতে গিয়ে সমর্থককে ম্যান সিটির কোচ হতে বললেন গার্দিওলা

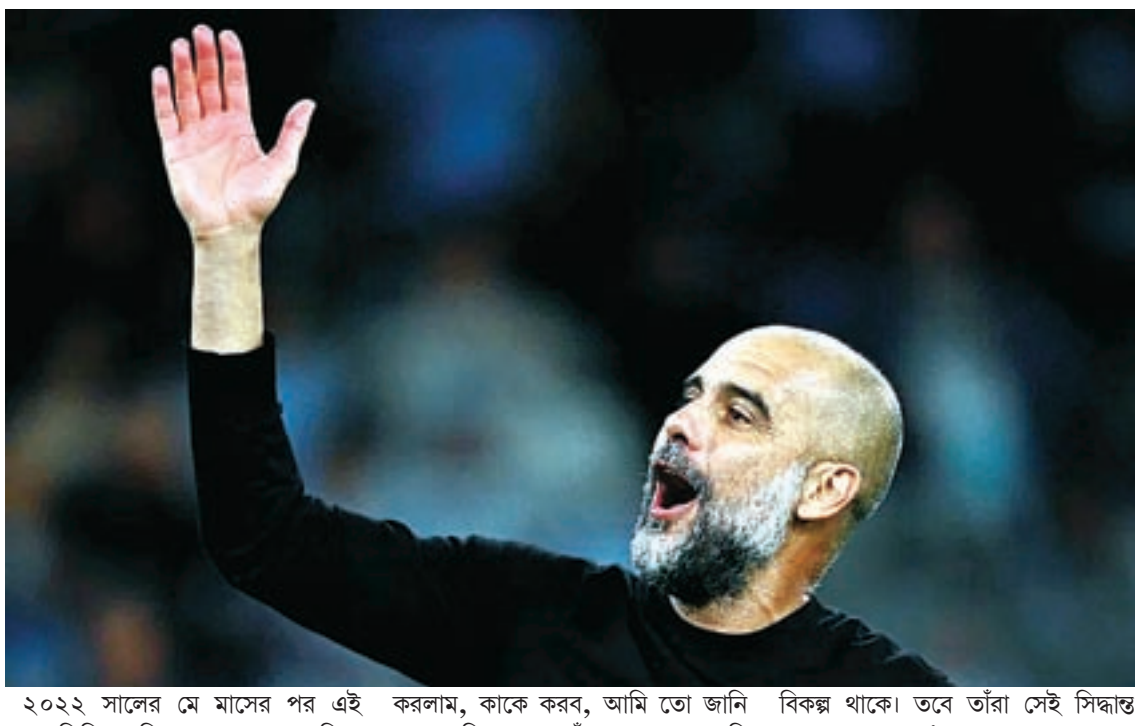

প্যারিস ঃ প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসল ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচের ৮২ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। ঘরের মাঠ ইতিহাদে ১-০ গোলে এগিয়ে ম্যান সিটি। হঠাৎই সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাকে দেখা গেল গ্যালারির দিকে হেঁটে যেতে। সেখানে গিয়ে সিটির জার্সি পরা এক সমর্থকের উদ্দেশে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু বলতেও দেখা গেল তাঁকে। সেই সমর্থক অবশ্য পাল্টা রাগ দেখালেন না, বরং গার্দিওলা যখন তাঁর উদ্দেশে কথা বলছিলেন, তখন তিনি হেসে কুটিকুটি হচ্ছিলেন। পুরো ঘটনায় আশপাশে থাকা অন্য দর্শক সমর্থকেরা তখন হতভম্ব! ম্যাচ শেষে সেই ঘটনার ব্যাখ্যা গার্দিওলা নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, কোনো বদলি খেলোয়াড় না নামানোয় সেই সমর্থক তাঁর সমালোচনা করছিলেন। তাই তিনি জবাব দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথম ম্যাচে বার্নলির বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের পর গতকাল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেয়েছে ম্যান সিটি। আগের ম্যাচে চোটে পড়ায় কেভিন ডি ব্রুইনাকে ছাড়াই এ ম্যাচে খেলতে হয়েছে সিটিকে। এ ম্যাচ গার্দিওলা ফিল ফোডেন, জ্যাক গ্রিলিশ, হুলিয়ান আলভারেজের সঙ্গে খেলান আর্লিং হলান্ডকে। আলভারেজের গোলে জয় নিয়ে মাঠও ছাড়ে সিটি। তবে ম্যাচে কোনো খেলোয়াড়কে বদলি হিসেবে নামাননি সিটি কোচ।

২০২২ সালের মে মাসের পর এই প্রথম প্রিমিয়ার লিগে প্রথম একাদশ নিয়ে ম্যাচ শেষ করেছেন গার্দিওলা। এমনকি সেই সমর্থকদের সমালোচনার পরও নিজের অবস্থান বদলাননি এই স্প্যানিশ কোচ। উল্টো সমর্থককেই শুনিয়ে দিয়েছেন দুই কথা। ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যাচ শেষে গার্দিওলা বলেছেন, 'সে আমাকে বলছিল খেলোয়াড় বদলাতে। একজনকে তুলে নিতে এবং আরেকজনকে নামাতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাকে করব, আমি তো জানি না। আমি তখন তাঁকে বললাম, তুমি এখানে আসো এবং করো।'

সেই সমর্থকের গার্দিওলার কথা শুনে ডাগআউটে নেমে আসার কথা নয়, আসেনওনি। তবে তাঁর অভিব্যক্তি বলছিল, এ কাণ্ডে বেশ মজা পাচ্ছিলেন। এরপর বদলি না করার ব্যাখ্যায় গার্দিওলা বলেছেন, 'আমি দেখছিলাম দল তখনো লড়াইয়ে ছিল এবং বলের জন্য লড়াই করছিল। কোচদের হাতে বদলি নামানোর বিকল্প থাকে। তবে তাঁরা সেই সিদ্ধান্ত নেন বা নেন না।'

ডি ব্রুইনাকে হারানোয় মৌসুমের শুরুতে বড় ধাক্কা খেয়েছে সিটি। তবে বেলজিয়ান তারকাকে ছাড়াও যে সিটি যথেষ্ট শক্তিশালী, সেই প্রমাণই তারা দিল নিউক্যাসলকে হারিয়ে। দলটি মানসিকভাবে কতটা শক্তিশালী, তা জানাতে গিয়ে গার্দিওলা বলেছেন, 'এই দলের মানসিক অবস্থা আমাকে সব সময় বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত করে।'

সেই স্পেনই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

প্যারিস ঃ ২০১০ সালে প্রথমবার ফাইনালে উঠেই বিশ্বকাপ জিতেছিল স্পেনের পুরুষ ফুটবল দল। ১৩ বছর পর প্রথমবার ফাইনাল খেলেই বিশ্বকাপ জিতল স্পেনের নারী ফুটবল দল। তবে স্পেনের ছেলেদের দল ফাইনালে উঠেছিল ১৩ তম চেষ্টায়, আর তাঁদের মেয়েরা জিতে গেল তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেলতে এসেই। পার্থক্য তো আরও আছে। ২০১০ সালে স্প্যানিশরা বিশ্বকাপ না জিতলেই সবাই অবাক হতেন। আর এবার মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাব্যদের সংক্ষিপ্ত তালিকাতে ছিল না স্পেনের নাম।

সেই স্পেন আজ সিডনিতে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মাথায় তুলল। ২০১০ সালে স্পেনের পুরুষ দলও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ১-০ গোলে হারিয়ে। অধিনায়ক ওলগা কারমোনার ২৯ মিনিটের গোলটা নতুন চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে স্পেনকে। যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, জার্মানি ও জাপানের পর পঞ্চম দল হিসেবে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন। কারমোনার গোলের আগে প্রাধান্য ছিল ইংল্যান্ডের। ইংলিশ ফরোয়ার্ড লরেন হেম্পকে পঞ্চম মিনিটে স্প্যানিশ গোলরক্ষক কাতা কোলের ও ১৬ মিনিটে ক্রসবারের বাধায় গোল পাননি। এর ১৩ মিনিট পর কারমোনার ওই গোল। পাল্টা এক আক্রমণ থেকে ডান প্রান্ত দিয়ে বাঁ দিতে আগুয়ান লেফট ব্যাক কারমোনাকে ক্রস দেন ফরোয়ার্ড মারিওনা কালদেন্তি। কিছুটা এগিয়ে ইংল্যান্ডের পেনাল্টি বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের নিচু শটে ইংলিশ গোলরক্ষককে বাঁ পাশ দিয়ে বলটাকে জালে পাঠান সেমিফাইনালেও গোল পাওয়া কারমোনা।

এরপর একবার পেনাল্টি পেয়েও ব্যবধানটাকে দ্বিগুণ করতে পারেনি স্পেন। হেনি হেরমোসোর দুর্বল শট ধরে ফেলেন ইংলিশ গোলরক্ষক মেরি ইয়ার্পস।

কিন্তু ম্যাচ শেষে এবারের বিশ্বকাপে হেরমোসোর দ্বিতীয় পেনাল্টি মিস কে মনে রাখতে গেছে। গ্রুপ পর্বে যে জাপানের আছে ৪-০ গোলে হেরেছিল স্প্যানিশরা সেটিই বা কে মনে করবে ভবিষ্যতে।

এক বছর আগে খেলোয়াড় বিদ্রোহে মূল দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে হারিয়ে ফেলা দলটি রূপকথাই লিখল শেষ পর্যন্ত।

সোনিয়ার সাথে রাজীব গান্ধীর প্রেম হয়েছিল যেভাবে

নয়া দিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ সেটা ১৯৮১ সালের মে মাসের কথা। রাজীব গান্ধী আমেঠি থেকে লোকসভার উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। নিজের নির্বাচনী এলাকায় ঘুরছিলেন তিনি।

কয়েক ঘণ্টা পর তাকে লখনউ থেকে দিল্লির বিমান ধরতে হবে। কিন্তু তখনই খবর এল যে ২০ কিলোমিটার দূরে তিলোইতে ৩০-৪০টি বস্তিতে আগুন লেগে গেছে।

লখনউ যাওয়ার পরিবর্তে তিনি তিলোইয়ের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি পুড়ে যাওয়া বস্তিতে বসবাসরত মানুষকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তখনই পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সঞ্জয় সিং তার কানে ফিসফিস করে বললেন, স্যার, আপনি আপনার ফ্লাইট মিস করবেন। কিন্তু রাজীব গান্ধী মানুষের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে থাকেন। সবার সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার পরে তিনি হাসিমুখে সঞ্জয় সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, এখান থেকে লখনউ পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

'দ্য লোটাস ইয়ার্স - পলিটিকাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য টাইম অফ রাজীব গান্ধী'র লেখক অশ্বিনী ভাটনগর ব্যাখ্যা করেছেন, কমপক্ষে দুই ঘণ্টা, সঞ্জয় সিং উত্তর দিয়েছিলেন।

কিন্তু আপনি যদি স্টিয়ারিং হাতে নেন, আমরা এক ঘণ্টা ৪০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব।

গাড়িতে বসেই রাজীব গান্ধী বললেন, ওখানে খবর পাঠিয়ে দিন যে আমরা এক ঘণ্টা ১৫ মিনিটের মধ্যে আমৌসি বিমানবন্দরে পৌঁছে যাব। রাজীব গান্ধীর গাড়ি যেন মহাকাশ যানের মতো চলতে শুরু করল। নির্ধারিত সময়ের আগেই রাজীব গান্ধী বিমানবন্দরে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলেন।

দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর শখ ছিল যে রাজীব গান্ধীর, সেই তিনিই কিন্তু অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিমান চালাতেন। প্রথমে তিনি ডাকোটা চালাতেন কিন্তু পরে বোয়িং চালাতে শুরু করেন।

যখনই তিনি পাইলটের আসনে থাকতেন, ককপিট থেকে শুধুমাত্র নিজের নামটুকুই বলে যাত্রীদের অভিবাদন জানাতেন।

ফ্লাইটের সময় তার পুরো নাম প্রকাশ না করার জন্য তার ক্যাপ্টেনদেরও নির্দেশ দেওয়া ছিল। তখনকার দিনে তিনি পাইলট হিসেবে বেতন পেতেন পাঁচ হাজার টাকা, যা সেই সময়ে বেশ ভালো বেতন হিসেবেই বিবেচিত হতো।

রাজীব গান্ধী যখন কেমব্রিজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ট্রাইপোস কোর্স করতে যান, তখন, ১৯৬৫ সালে সোনিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়। ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী সোনিয়ার সঙ্গে বলতে গেলে প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে যান রাজীব গান্ধী। তারা দুজনেই একটি গ্রীক রেস্তোরাঁয় যেতেন। অশ্বিনী ভাটনগর লিখেছেন, রাজীব রেস্তোরাঁর মালিক চার্লস অ্যান্টনিকে সোনিয়ার পাশের টেবিলে বসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য খুব করে ধরেছিলেন। একজন প্রকৃত গ্রিক ব্যবসায়ীর মতো চার্লস এজন্য তার কাছে দ্বিগুণ অর্থ আদায় করেছিলেন। পরে তিনি রাজীব গান্ধীর উপর সিমি গারেওয়ালের একটি সিনেমায় বলেছিলেন যে 'আমি এর আগে কাউকে এত গভীর প্রেমে পড়তে দেখিনি।' রাজীব যখন কেমব্রিজে পড়াশোনা করছেন, তখন তিনি নিজের খরচ চালানোর জন্য আইসক্রিম বিক্রি করতেন আর সাইকেলে চেপে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। যদিও তার একটি পুরানো ভক্সওয়াগেন গাড়ি ছিল যার পেট্রোলের খরচ তার বন্ধুরা মিলে ভাগ করে নিতেন।

বিখ্যাত সাংবাদিক রশিদ কিদওয়াই সোনিয়া গান্ধীর জীবনীগ্রন্থে কেমব্রিজে থাকাকালীন রাজীব গান্ধী ও সোনিয়ার দেখা করার কাহিনীগুলি উল্লেখ করেছেন। রশিদ কিদওয়াই লিখছেন, ভার্সিটি রেস্তোরাঁয় প্রতিদিনই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জমায়েত হত। তারা সবাই বিয়ার খেত। তাদের মধ্যে রাজীবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিয়ার স্পর্শও করতেন না। সে কারণেই সোনিয়ার নজর পড়েছিল লম্বা, কালো চোখ আর লোভনীয় হাসি দেওয়া একটি নিষ্পাপ ছেলের দিকে। দুদিক থেকেই সমান আকর্ষণ ছিল। প্রথমে রাজীব একটি রুমালে তাঁর সৌন্দর্যের উপর একটি কবিতা লিখে ওয়েটারের মাধ্যমে সোনিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন। সোনিয়া সেটা পেয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু রাজীবের এক জার্মান বন্ধু, যিনি আবার সোনিয়াকেও চিনতেন, তিনি বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করেছিলেন, লিখেছেন রশিদ কিদওয়াই। তিনি আরও লিখেছেন, মজার বিষয় হল রাজীব শেষ পর্যন্ত সোনিয়াকে বলেননি যে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে। অনেক দিন পর একটি পত্রিকায় ইন্দিরা গান্ধীর ছবি প্রকাশিত হয়। তখন রাজীব গান্ধী সোনিয়াকে বলেছিলেন যে ওটা তার মায়ের ছবি। সেই সময়ে কেমব্রিজে অধ্যয়নরত একজন ভারতীয় ছাত্র তাকে বলেছিলেন যে ইন্দিরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তখনই সোনিয়া প্রথমবারের মতো টের পেলেন যে তিনি কত গুরুত্বপূর্ণ একজনের সঙ্গে প্রেম করছেন।

রাজীব গান্ধীর যখন চার বছর বয়স, তখন থেকেই তার সঙ্গে

অমিতাভ বচ্চনের বন্ধুত্ব। অমিতাভ যখন মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন তখন একবার রাজীব গান্ধী মুম্বাই গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অমিতাভ বচ্চন তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কৌতুক অভিনেতা মেহমুদের কাছে। রশিদ কিদওয়াই লিখেছেন, তখন মেহমুদের ক্যাম্পোজ (ঘুমের ওষুধ) খাওয়ার অভ্যাস ছিল এবং তিনি সবসময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকতেন। অমিতাভ তাকে রাজীবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু নেশা ঘোরে তিনি বুঝতে পারেননি যে তিনি কার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন।

তিনি পাঁচ হাজার টাকা বার করে নিজের ভাই আনোয়ারকে বললেন রাজীবকে সেটা দিতে। আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ওকে টাকা দিচ্ছেন কেন? মেহমুদ বলেন, যে ব্যক্তি অমিতাভের সঙ্গে এসেছে সে ওর থেকেও ফর্সা আর স্মার্ট। একদিন ও নিশ্চয়ই একজন আন্তর্জাতিক তারকা হয়ে উঠবে। তাই আমার পরের ছবিতে সই করার অগ্রিম হিসাবে এই পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

আনোয়ার জোরে হেসে উঠে রাজীবকে আবার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে তিনি স্টারফার নন, তিনি ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে। মেহমুদ সঙ্গে সঙ্গে তার পাঁচ হাজার টাকা ফেরত নিয়ে রাজীবের কাছে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু রাজীব ভবিষ্যতে একজন তারকাই হয়ে উঠবেন, চলচ্চিত্র তারকা নন, রাজনীতির তারকা, লিখেছেন মি. কিদওয়াই।

বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধীকে সাহায্য করতে রাজনীতিতে আসেন রাজীব গান্ধী। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেহরক্ষীদের হাতে খুন হতে হয় ইন্দিরা গান্ধীকে। রাজীব গান্ধী তখন পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। বিমান বাহিনীর যে বিমানে রাজীব গান্ধী দিল্লিতে ফিরেছিলেন, তার সঙ্গে সেই বিমানেই ছিলেন শীলা দীক্ষিত, যিনি পরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

শীলা দীক্ষিত বিবিসিকে বলেন, বিমানটি আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব ককপিটে পাইলটের কাছে যান। সেখান থেকে ফিরে তিনি আমাদের বিমানের পিছনের দিকে ডেকে নিয়ে জানান যে ইন্দিরাজি আর নেই। তারপর তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত?

প্রণব মুখার্জী উত্তর দিয়েছিলেন যে সবথেকে সিনিয়র মন্ত্রীকেই তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করানোর একটি রীতি আগে থেকেই আছে, পরে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। আমার শ্বশুর উমাশঙ্কর দীক্ষিত বলেছিলেন যে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী বানানোর ঝুঁকি না নিয়ে রাজীবকেই প্রধানমন্ত্রী করা হবে।

আমি শীলা দীক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সবথেকে সিনিয়র মন্ত্রীকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী করার যে পরামর্শ মি. মুখার্জী দিয়েছিলেন, সেটাই কি পরে তার বিপক্ষে চলে গিয়েছিল?

শীলা দীক্ষিতের উত্তর ছিল, হ্যাঁ, সে তো একটু গিয়েইছিল, কারণ যখন রাজীব জিতে এলেন, তখন তিনি প্রণবকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নেননি, যেখানে তিনি ইন্দিরার মন্ত্রীসভায় দুই নম্বর মন্ত্রী ছিলেন। কিছু দিন পর প্রণব দলও ছেড়ে দিয়েছিলেন। সবথেকে সিনিয়র মন্ত্রী তো তিনিই ছিলেন।

তবে আমি মনে করি না যে তিনি (প্রণব মুখার্জী) নিজের প্রার্থিতা শক্তিশালী করার জন্য ওই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র পুরানো উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধ গোষ্ঠী সম্পূর্ণ অন্যভাবে বিষয়টিকে রাজীবের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন, বলেছিলেন মিসেস দীক্ষিত।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাজীব গান্ধী প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছেন। দলত্যাগ বিরোধী আইন, ১৮ বছর বয়সীদের ভোটাধিকার এবং ভারতকে একটি আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধীর একটি বড় ভূমিকা ছিল।

অশ্বিনী ভাটনগর বলছেন, তিনি শপথ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক, দূষণের ক্ষেত্রে হোক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সাফসুতরো করার ক্ষেত্রে অথবা কংগ্রেসের শতবর্ষ উদযাপনে তাঁর দেওয়া বক্তৃতা। এইসব কাজের জন্য সব মানুষের মধ্যে একটা ভালোলাগা আর বিস্ময়ের মিশ্রণ ঘটিত অনুভূতি তৈরি হত।

এখন সবাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা বলে, রাজীব ১৯৮৮ সালে চার হাজার কিলোমিটার দূরে মালদ্বীপে আঘাত হেনেছিলেন, দশ ঘণ্টার নোটিসে আগ্রা থেকে তিন হাজার সৈন্যকে বিমানে করে উঠিয়ে আনা হয়েছিল। সেখানে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল এবং তিনি আত্মগোপনে চলে যান। তারা (ভারতীয় সেনা) যে শুধু (প্রেসিডেন্টকে) ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে তাই নয়, যারা তার বিরোধিতা করেছিল, তাদের গ্রেফতার করায় তারা, লিখেছেন অশ্বিনী ভাটনগর।

রাজীব গান্ধী খুব ভোরে উঠে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। একবার তিনি হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলেন একটি সভায় যোগ দিতে। সেই সময় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এনটি রামা রাও।

ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ, যিনি রাজীবকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন এবং পরে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, তার স্মরণে আছে, এনটি রামা রাওয়ের সঙ্গে তেলেগুগঙ্গায় বৈঠক হচ্ছিল। মি. রামা রাও খুব তাড়াতাড়ি, আটটা নাগাদ ঘুমোতে যেতেন, যাতে তিনি ভোর তিনটের সময়ে ঘুম থেকে উঠতে পারেন। এই বৈঠকটা রাত ১০টার দিকে নির্ধারিত ছিল।

ওই প্রকল্পটি নিয়ে এনটিআর এবং ভারত সরকারের মধ্যে বড়সড় মতপার্থক্য ছিল। বৈঠকে এনটিআরের চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছিল। রাজীব যখনই তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, এ বিষয়ে আপনার মতামত কী, এনটিআর চোখ বুজেই বলে দিতেন, 'আমি একমত নই,' এই বলে আবারও ঘুমিয়ে পড়তেন, বলেছেন মি. হাবিবুল্লাহ।

তার কথায়, মিটিং শেষ হয় রাত ১১টার দিকে। তারপর রাও সাহেব খুব বিনয়ের সঙ্গে রাজীব গান্ধীকে বললেন, 'স্যার, এই বৈঠকের জন্য এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' রাজীব বলল, 'আরে, এটা তো কোনও রাতই না, ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমার অনেক কাজ আছে' কথাটা বলেই রাজভবনের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের শোওয়ার ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাজীব গান্ধী ১৯৮৫ সালের এক গভীর রাতে স্বরাষ্ট্র সচিব রাম প্রধানকে ফোন করেন। তখন মি. প্রধান গভীর ঘুমের মধ্যে। তার স্ত্রী ফোন তুললেন। রাজীব গান্ধী বললেন, প্রধান সাহেব কি ঘুমোচ্ছেন? আমি রাজীব গান্ধী বলছি সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী তাকে জাগিয়ে তোলেন। রাজীব গান্ধী জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমার বাড়ি থেকে কতদূরে থাকেন? মি. প্রধান জানান, তিনি পাণ্ডারা রোডে থাকেন। রাজীব গান্ধী বলেন, আমি আপনার কাছে আমার গাড়ি পাঠাচ্ছি। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারে এখানে চলে আসুন।

সেই সময় পাঞ্জাবের রাজ্যপাল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় রাজীব গান্ধীর কাছে কিছু প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।

যেহেতু মি. রায় সেরাতেই চণ্ডীগড়ে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, তাই মি. গান্ধী সেই রাতেই স্বরাষ্ট্র সচিবকে ডেকে পাঠান। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে পরামর্শ চলতে থাকে। রাত দুটোয় সবাই যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, রাজীব গান্ধী রাম প্রধানকে তার গাড়িতে বসতে বলেন। মি. প্রধান ভেবেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চান।

কিন্তু গেট থেকে গাড়ি বের করার পর রাজীব গান্ধী হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে মি. প্রধানকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাণ্ডারা রোড কোন দিকে সেটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

এতক্ষণে প্রধান বুঝতে পেরেছিল রাজীব গান্ধী কী করতে চাইছেন। তিনি গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বললেন, স্যার, আপনি যদি গাড়ি না ফেরান, তাহলে আমি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দেব।

মি. প্রধান তাকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি তাকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি এই ধরনের ঝুঁকি নেবেন না।

অনেক কষ্টে রাজীব গান্ধী গাড়ি থামালেন এবং স্বরাষ্ট্রসচিব অন্য গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করে রইলেন।

সম্ভবত রাজীব গান্ধীর প্রথম ভুল পদক্ষেপ ছিল শাহ বানো মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরেও সংসদে একটি নতুন আইন নিয়ে আসা। বোফর্সের দালালি মামলায় তাঁর নাম প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর ভাবমূর্তি এতটাই কলঙ্কিত হয়েছিল যে তিনি ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে হেরে যান। অশ্বিনী ভাটনগর বলছেন, মিথ্যার রাজনীতি শুরু হয়েছিল বোফর্স দিয়ে। সেই নির্বাচনে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং একটি বিশাল মিথ্যা কথা বলেছিলেন। একটি নির্বাচনী সমাবেশে তিনি তার কুর্তার পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে খুব নাটকীয়ভাবে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এতে রাজীব গান্ধীর সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বর রয়েছে যেখানে বোফর্স থেকে প্রাপ্ত কমিশন জমা করা হয়েছে। তিনি ভান করেছিলেন যেন তিনি সেটি পড়তে যাচ্ছেন কিন্তু তারপর তিনি থেমে যান।

সে সময়, ভারতের জনগণের মধ্যে তার (বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের) বিশ্বাসযোগ্যতা এত বেশি ছিল যে লোকেরা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি যা বলছিলেন তা সঠিক। ফলস্বরূপ বোফর্স তো সাইডলাইনে চলে গেল আর 'রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়' স্লোগান প্রতিটি রাস্তায় ধ্বনিত হতে শুরু করল। এখনও কেউ জানে না সত্য ঘটনাটা কী, বোফর্সে কী বেরিয়ে এসেছিল! লিখেছেন মি. ভাটনগর।

আদালত সবাইকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। আজ পর্যন্ত এটা প্রমাণিত হয়নি যে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং কাকে দেওয়া হয়েছিল বা আদৌ দেওয়া হয়েছিল কি না। ভিপি সিং যে ত্রুটিপূর্ণ কামান আমদানি করার অভিযোগ এনেছিলেন, সেটা তো খারিজ হয়েই যায় কার্গিল যুদ্ধে। কার্গিল জয়ে বোফর্স কামান একটা বড় ভূমিকা রেখেছিল।

টুকরো খবর

খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে বিএনপির পদযাত্রা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। শনিবার রাজধানীঢাকার নয়াপল্টন থেকে পদযাত্রা শুরু হয় শেষ হয় মগবাজারে এসে। বিকেল সোয়া ৪টার দিকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।পদযাত্রা শুরুর আগে তিনি বলেন, তাদের দলের প্রধান খুবই অসুস্থ এবং তিনি এখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে না দেয়ায়, খালেদা জিয়া এখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। মির্জা ফখরুল বলেন, তিনি 'মিথ্যা' মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং শুধু গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের কারণে গত পাঁচ বছর ধরে বন্দী রয়েছেন। বন্দী অবস্থায় তার সঙ্গে খারাপ কিছু হলে সব দায় সরকারকেই বহন করতে হবে। বিএনপি নেতাদের গ্রেপ্তার ও তাদের বাড়িতে অভিযান চালানোর জন্য সরকারের নিন্দা জানান বিএনপি মহাসচিব । শুক্রবার ছাত্রদলের ছয় নেতাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাদের ছয় ঘণ্টার মধ্যে জনসমক্ষে হাজির করতে সরকারের কাছে দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব। মির্জা ফখরুল বলেন, খালেদা জিয়াসহ গ্রেপ্তার বিএনপি নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার বন্ধ

করতে আমরা সরকারের কাছে বার্তা দিতে চাই। বিএনপির সকল নগর ও জেলা ইউনিটও একই ধরনের কর্মসূচি পালন করছে।

ভারতবাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক এগিয়ে নিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ঃপ্রণয় ভার্মা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের জাতি গঠন ও স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। শনিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আযোজিত এক আলোচনায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশের জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন। বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুই দেশ তাদের জনগণের জন্য উজ্জ্বল এবং আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে একসঙ্গে কাজ করছে। বাংলাদেশইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি'র (বিআইএফএস) মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ দুই ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান গতি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রণয় ভার্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

বাংলাদেশের ১৫০ উপজেলায় চালু হচ্ছে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ১৫০টি উপজেলায় নতুন আঙ্গিকে চালু হচ্ছে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হবে।এ কথা জানিয়েছেন দেশটির প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ। শনিবার সকালে কক্সবাজারের একটি হোটেলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত ন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট কর্মশালায় দেয়া বক্তৃতায় এ কথা জানান তিনি। সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেন, এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে। এটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ভিত রচনা করবে। তিনি জানান, এবার শিশুদের পুষ্টি সমৃদ্ধ বিস্কুটের পাশাপাশি ভিন্ন রকমের খাবার পরিবেশন করা হবে যা হবে শিশুর কাছে আকর্ষণীয়। এসব খাবার শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ করবে এবং শরীর গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব। বলেন, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে ঝরে পড়া রোধ হবে, স্কুলে আসার সংখ্যা বাড়বে। এর মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন ইউনিসেফ এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ শেলডন ইয়েট এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনের শিক্ষা উপদেষ্টা মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
21:08:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হলে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা অংশ নেয় না'

ঢাকা : আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে ঘুরে গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাকনির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। আগামী অক্টোবরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকনির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল ঢাকায় আসবে বলে জানিয়েছে দেশটি। নির্বাচন ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রতিনিধি দলের তৎপরতা দেখা গেলেও 'নির্বাচন পর্যবেক্ষক' হিসেবে এখনও কোন বিদেশি সংস্থা আবেদন করেনি। গত বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ কিংবা জানুয়ারি নাগাদ বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন হবার কথা রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন বিদেশির পর্যবেক্ষক হিসেবে আবেদন না করার কারণ কী? বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচনে পর্যবেক্ষণে আবেদনের করার এখনও অনেক সময় বাকি আছে। তবে শেষ পর্যন্ত বিদেশির পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনে পর্যবেক্ষণে দেশে আসবেন কি না, তা নির্ভর করবে নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ওপর। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যেসব প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্র এবং নির্বাচন নিয়ে কাজ করে তাদের পক্ষ থেকে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়নি।

ইউক্রেনে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ৭, আহত ১৪৪

চেরনিহিভ (এজেন্সী) ঃ শনিবার সকালে উত্তর ইউক্রেনের চেরনিহিভ শহরের একটি থিয়েটারে রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ছয় বছরের এক শিশুসহ সাতজন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আহত ১৪৪ জনের মধ্যে ১৫ জনই শিশু। এরমধ্যে কমপক্ষে ২৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে অনেকে গির্জায় অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের ছুটির দিন উদযাপন করছিলেন।

ওই হামলায় একটি প্রধান চত্বর এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতিসংঘ এই হামলাকে জঘন্য বলে অভিহিত করেছে। অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইউক্রেনের সৈন্যদের দিয়ে এই সন্ত্রাসী হামলার কড়া জবাব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

চেরনিহিভ বেলারুশের সাথে ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাহিনী ইউক্রেনে পুরোদমে আক্রমণ শুরু করলে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে এই শহরটি রাশিয়ান সৈন্যরা অবরোধ করে ফেলে।

ক্ষেপণাস্ত্রটি শহরের ইমপসিং থিয়েটারে সরাসরি আঘাত হানে। এতে আশেপাশের ভবনগুলোর ছাদ থেকে টাইলস উড়ে ছিটকে পড়ে। ১০০ মিটার দূরে একটি ভবনে আগুনও ধরে যায়।

চেরনিহিভের ভারপ্রাপ্ত মেয়র বিবিসিকে বলেছেন, থিয়েটারটি ড্রোন নির্মাতাদের একটি সমাবেশের আয়োজন করছিল।

আমি বুঝতে পেরেছি যে নাট্য থিয়েটারের ভবনে যে সামরিক ইভেন্ট চলছিল সেটি তাদের লক্ষ্য ছিল। ওলেক্সান্ডার লোমাকো

বলেছেন।

তবে এটা স্পষ্ট, যেই রাশিয়ানরা সেই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিক্ষেপ করেছে এবং যারা এমন একটি বেসামরিক শহরে দিনেদুপুরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আদেশ দিয়েছে, তারা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে ক্ষতিগ্রস্তরা প্রাথমিকভাবে বেসামরিক মানুষই হবে।

এই হামলাকে বেসামরিকদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আরেকটি যুদ্ধাপরাধ ছাড়া, অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়ার উপায় নেই, তিনি যোগ করেন।

ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহোর ক্লাইমেনকো পরে বলেছেন যে, থিয়েটারের ভিতরে থাকা সকলেই সময়মত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

তিনি বলেছেন যে অধিকাংশ হতাহতরা তাদের গাড়িতে ছিলেন বা রকেট হামলার সময় রাস্তা পার হচ্ছিলেন, সেইসাথে একটি গির্জা থেকে ফিরছিলেন।

স্থানীয়রা বিবিসিকে বলেছে, চেরনিহিভ শহরের এই প্রাণকেন্দ্রটি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সাধারণ মানুষের ঘুরে বেড়ানোর একটি জনপ্রিয় এলাকা।

থিয়েটারের উল্টা পাশের রাস্তায় ক্রিমিয়ান তাতার রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক অ্যানা জাহরেবা বলেছেন, ক্ষেপণাস্ত্রটি আঘাত করার সময় তার কর্মীরা ব্যস্ত দিন শুরু করার সব প্রস্তুত নিচ্ছিলেন।

আমি কি ঘটছে দেখতে বাইরে দৌড়ে যাই, তিনি বলেন। এখানে ১২ বছর বয়সী দুটি মেয়ে ছিল এবং প্রচুর রক্তপাত ছিল। একজনের পা গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল। অন্য একটি মেয়ে চিৎকার করছিল।

আমরা একটি টর্নিকেট দিয়ে রক্ত বন্ধের চেষ্টা করছিলাম এবং অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখানে আসতে অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু কিছু লোক তাদের গাড়ি থামায়। পরে আমরা একটি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।

অ্যানা বলেছেন, কর্মীরা আহতদের চিকিৎসা কিট এবং কম্বল দিয়ে সাহায্য করতে ছুটে এসেছেন।

এখানে সবসময় অনেক লোক ঘুরে বেড়ায়, বাচ্চাদের সাথে এবং বাচ্চাদের স্ট্রলার নিয়ে। এলাকায় অনেক রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফে আছে, তিনি বলেন

আমরা এমন দিন আশাও করিনি। শনিবার গভীর রাতে এক ভিডিও বার্তায় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, রুশ হামলায় নিহত মেয়ে শিশুটির নাম সোফিয়া।

এর আগে, তিনি বলেছেন যে রাশিয়া একটি সাধারণ শনিবারকে শোক ও ক্ষতির দিনে পরিণত করেছে।

জাতিসংঘ বলেছে যে তারা এই হামলায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে।

ইউক্রেনে নিযুক্ত জাতিসংঘের বর্তমান প্রধান ডেনিস ব্রাউন একটি বিবৃতিতে বলেন, সকালে একটি বড় শহরের প্রধান চত্বরে এ ধরণের আক্রমণ জঘন্য, যখন মানুষজন হাঁটছিল, অনেকে তাদের ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতে গির্জায় গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের বেসামরিক নাগরিক বা বেসামরিক স্থাপনার ওপর হামলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, এটা থামাতে হবে। তিনি বলেন।

এদিকে এই ঘটনায় চেরনিহিভ শহরে তিন দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে।

মস্কো এ হামলার বিষয়ে এখনও কোন মন্তব্য করেনি।

অন্যদিকে, রাশিয়া দাবি করেছে যে একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন উত্তরপশ্চিম নভগোরদ অঞ্চলে একটি সামরিক বিমানঘাঁটিতে আঘাত করেছে, যার ফলে আগুন ধরে গেলেও পরে তা দ্রুত নিভিয়ে ফেলা হয়েছি।

এতে একটি বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ইউক্রেনও কথিত ড্রোন হামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

এদিকে, কিয়েভের বিমান বাহিনী বলেছে যে মস্কোর রাতভর হামলায় ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী ইরানের তৈরি১ ১৭টি শাহেদ ড্রোনের মধ্যে ১৫টি গুলি করে ভূপাতিত করেছে।

চাঁদে মুখ থুবড়ে পড়েছে রাশিয়ার চন্দ্রযান লুনা২৫, ব্যর্থ হলো অভিযান

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার পাঠানো চন্দ্রযান লুনা২৫ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চাঁদেই বিধ্বস্ত হয়েছে। সাতচল্লিশ বছর পরে পরে রাশিয়া লুনা২৫ নামের মহাকাশযানটি চাঁদে পাঠিয়ে পাঠিয়েছিল। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের কক্ষপথ নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। এটি ছিল প্রথম মহাকাশ যান যেটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের কথা ছিল। কিন্তু এই মহাকাশ যানটি অবতরণের পূর্ববর্তী কক্ষপথে অগ্রসর হবার পরে সমস্যা দেখা দেয়। এই চন্দ্রযানটি চাঁদের এমন একটি অংশে অভিযান চালানোর কথা ছিল যেখানে জমাট বাঁধা পানি ও মূল্যবান বস্তু থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন।

রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমস শনিবার সকালে জানিয়েছে, গ্রিনিচ মান সময় ১১ ঃ৫৭ মিনিটে লুনা২৫ চন্দ্রযানের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

রসকসমস এর বিবৃতিতে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে তথ্যপ্রমাণে মনে হচ্ছে, ৮০০ কেজি ওজনের চন্দ্রযানটি চাঁদের উপরিভাগের সাথে সংঘর্ষ হয়ে বিধ্বস্ত হয়। সোমবার মহাকাশযানটির চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

কেন এই চন্দ্রযানটি বিধ্বস্ত হয়েছে সেটি খুঁজে বের করার জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করা হবে বলে রসকসমস জানিয়েছে।

লুনা২৫ চন্দ্রযান বিধ্বস্ত হবার ঘটনা রসকসমস এর জন্য একটি বড় ক্ষতি। গত বেশ কয়েক বছর যাবত এই প্রতিষ্ঠানটির অবনমন হচ্ছে কারণ রাশিয়ার বাজেটের একটি বড় অংশ সামরিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের জন্য রাশিয়ার লুনা২৫ প্রতিযোগিতা করছে ভারতের চন্দ্রায়ন৩ এর সাথে। ভারতের চন্দ্রযান আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের কথা রয়েছে।

রসকসমস স্বীকার করেছিল যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং এটি ব্যর্থ হতে পারে। গত ১১ই অগাষ্ট এই চন্দ্রযানটি পাঠানো হয় এবং গত বুধবার সফলভাবে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে। এক সময়ে মহাকাশ অভিযানে যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিশাল ভূমিকা ছিল, এই অভিযানের ব্যর্থতা থেকে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা পরিস্কার হয়ে উঠছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা রাশিয়ার মহাকাশ শক্তির পতনকেই তুলে ধরেছে, যারা স্নায়ুযুদ্ধের সময় মহাকাশ অভিযানে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৫৭ সালে পৃথিবীর কক্ষপথে স্পুটনিক১ নামে প্রথম মহাকাশযান পাঠিয়েছিল রাশিয়া এবং সোভিয়েত নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন ছিলেন প্রথম মানুষ যিনি ১৯৬১ সালে মহাকাশে ভ্রমণ করেছিলেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে রাশিয়ার মহাকাশযান বিধ্বস্তের ঘটনা ঘটলো এমন সময় যখন দুই ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশটি বহু দশকের মধ্যে বড় ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় স্থলযুদ্ধ যার প্রধান কারণ।

সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের শাসনামল ১৯৭৬ সালের পর থেকে চাঁদে আর কোন মিশন পাঠানোর চেষ্টা করেনি রাশিয়া।

চাঁদে মহাকাশযান বিধ্বস্ত হওয়ার এই খবরটি আট নম্বরে প্রচার করা হয়েছে দেশটির সরকারি টেলিভিশনে, সেখানে মাত্র ২৬ সেকেন্ডের খবর পরিবেশন করা হয়েছে। এর আগে যেসব খবর প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে টেনেরিফে একটি আগুনের খবর আর রাশিয়ান পাইলট ও ক্রুদের পেশাদারি অবকাশ কাটানো নিয়ে একটি সংবাদ।

আশা করি বাংলাদেশের জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দেবে ভারতঃ মির্জা ফখরুল

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমরা আশা করি ভারত বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাবে। শনিবার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবর প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারত যদি বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়, তবে তা দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের নিরাপত্তার জন্য ভালো হবে না। আমরা অবশ্যই আশা করি, ভারত বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাবে।

তিনি আরো বলেন, পাশাপাশি তারা সব দলের অংশগ্রহণে এবং সবার কল্যাণে বাংলাদেশে একটি সত্যিকারের নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য তাদের পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করবে বলে প্রত্যাশা করি।

মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই বাংলাদেশের বর্তমান সব সংকটের মূল কারণ। গত ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের জনগণের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়েছে।

শেখ হাসিনা সরকারকে অস্থিতিশীল করার বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতের বার্তার পাঠানো সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, মির্জা ফখরুল বলেন, প্রতিবেদনেও আমরা দেখেছি। যদি রিপোর্টটি সত্য হয়, তবে এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, বাংলাদেশে একটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে এবং বলা যেতে পারে দেশে গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, যদি এই খবরটি সত্য হয়, তবে এটি ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত, যারা সর্বদা গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার কথা বলে।

মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা কখনোই এ ধরনের কথা বলবো না কিন্তু আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি খবরটি যদি সত্য হয়, তাহলে তারা (ভারত) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের শক্তির ওপর বিএনপির আস্থা রয়েছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের মানুষ কী চায়, ভারত তা বোঝার চেষ্টা করবে। ভারত যদি বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়,

তবে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং আমরা মনে করি এটি বাংলাদেশের জনগণের জন্য এবং এই অঞ্চলের জনগণের জন্য ভালো হবে না।

বিএনপি মহাসচিব আরো বলেন, বাংলাদেশে কোনো মৌলবাদী দলের ক্ষমতায় আসার আশঙ্কা নেই। বাংলাদেশের ৫২ বছরের ইতিহাসে কোনো মৌলবাদী দল কখনো ক্ষমতায় আসতে পারেনি। বরং তাদের শক্তি কমে গেছে।

এর আগে বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জিয়ার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে বৈঠক করতে পারেন শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠেয় ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সময়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি পার্শবৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আফ্রিকার দেশটিতে চলতি সপ্তাহে সফরে যাচ্ছেন দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই নেতা। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেঃট মাতামেলা সিরিল রামাফোসা'র আমন্ত্রণে ১৫তম ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে নেতারা ২২ থেকে ২৪ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ সফর করবেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী জোহানেসবার্গে উপস্থিত কয়েকজন নেতার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। তবে কাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তা স্পষ্ট করেননি। এদিকে, সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠেয় জি২০ সম্মেলনেও যোগ দেবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।আগামী ৯ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ১৮তম জি২০ ভুক্ত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্য দিয়ে মন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের মধ্যে চলতি বছরের জি২০'র সব কার্যক্রম ও বৈঠকের সমাপ্তি হবে। এর আগে, সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছিলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য , জোহানেসবার্গের চেয়ে নয়াদিল্লি ভালো হবে। বৈঠকের বিষয়ে ইতোমধ্যেই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে। আব্দুল মোমেন আরো বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা একটি 'উদীয়মান রাষ্ট্র' এবং বাংলাদেশ ঐ মহাদেশের দেশগুলোর সঙ্গে আরো শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করতে চায়। আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ততটা শক্তিশালী নয়। আমরা সেখানে এখন দুটি মিশন খুলেছি।